বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম পি মাননীয় মন্ত্রী
উপদেষ্টা	জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ সচিব
সমন্বয়ক	সরকার আবুল কালাম আজাদ অতিরিক্ত সচিব
চিফ ইনোভেশন অফিসার	জনাব সালমা মমতাজ অতিরিক্ত সচিব

প্রণয়নে :

আহবায়ক	ড. অনিমা রাণী নাথ যুগ্ম-সচিব
সদস্য	সমীর কুমার বিশ্বাস উপ-সচিব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সদস্য	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব
সদস্য	মঞ্জুর আলম সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর
সদস্য সচিব	মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া সহযোগী গবেষণা পরিচালক এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
প্রচ্ছদ	রতন কুমার ব্যানার্জী খাদ্য অধিদপ্তর
প্রকাশনায়	খাদ্য মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ যেমন মাত্র নয় মাসে র্সবোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তেমনি র্বতমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দৃপ্ত পদক্ষেপে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের মিছিলে এগিয়ে চলছে। তথ্য প্রযুক্তি এ ক্ষেত্রে প্রধানতম নিয়ামক হয়ে কাজ করছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ও এ মিছিলে তাদের কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে দক্ষতার সাথে।

'এখন সময় উদ্ভাবনে ও উন্নয়নে' এ প্রত্যয়দীপ্ত র্কমযজ্ঞকে সামনে রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে ডিজিটাল কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছে সুখী ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে। মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সেবা সহজীকরনের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর দ্বারা উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ নিয়ে ' বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন ২০১৮-১৯' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রযুক্তিবান্ধব বর্তমান সরকার সর্বোত্তম ব্যবহার করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের সোপানের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ়প্রত্যয়ে তার উপর অর্পিত সমস্ত কর্মযজ্ঞ সফলতার সাথে সম্পাদন করছে। সরকারের কেবিনেট ডিভিশন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা/দপ্তর এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কর্মশালায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন আইডিয়া সৃজনের নিবিড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস সৃষ্টিকারী বাংলাদেশের এটুআই প্রোগ্রামকে এখন সার্কভুক্ত ভুটান ও মালদ্বীপও তাদের উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের আদলে গৃহীত 'ডিজিটাল মালদ্বীপ' ও 'ডিজিটাল ভুটান' কর্মসূচি আমাদের গর্বিত করেছে যেখানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল প্রত্যয় মালদ্বীপ ও ভুটান নিজেদের উন্নয়নে গ্রহণ করছে। এসবই আমাদের দেশের জনগণের উদ্ভাবনী সক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

আমি আশা করি খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মপ্রত্যয় তাদের উদ্ভাবনী কর্মপ্ররেণা হবে। আমি আরও আশা করি, খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলার খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষকে তাদের সেবার মাধ্যমে এমনভাবে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলবে যাতে করে এসব সংগ্রামী পরিশ্রমী মানুষেরা 'হর্ষ মাখা মুখমন্ডলে-রিক্ততাকে জয় করে-দাঁড়াবে বিশ্বের বুকে-সফলতায় উদ্ভাসিত হয়ে।'

আমি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কর্মযজ্ঞের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং উদ্ভাবন কর্মযজ্ঞের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সাধন চন্দ্র মজুমদার)

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিকর খাদ্য ও নিরাপদ খাদ্যমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল করাসহ জনগণের প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিশেষ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সরবরাহ, খাদ্যশস্য পরিবহন ও সংরক্ষণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সহজতর ও জনবান্ধব সেবা পদ্ধতি চালু করতে হলে সৃজনশীল উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। উদ্ভাবন কৌশলকে গুরুত্ব দিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সেবা অনলাইন ভিত্তিক করা হচ্ছে যাতে জনগণের সময়, যাতায়াত ও অর্থ সাশ্রয় হয়। সীমিত সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করতে উদ্ভাবনী কৌশলের কোন বিকল্প নেই। এ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থা এবং অধিদপ্তর কর্তৃক বছরব্যাপী উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণ। আর এই সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম উৎসাহিত করতে উদ্ভাবনী ওয়ার্কশপ আয়োজন, ইনোভেশন ফান্ড প্রবর্তন এবং উদ্ভাবনী ধারণাকে স্বীকৃতি প্রদান করছে। উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নে সরকারিভাবে অর্থ সংস্থানেরও বিধান বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, এফপিএমইউ এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদনে এ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারণার সন্নিবেশ ঘটবে।

(শাহাবুদ্দিন আহমদ)

অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ, সচিবালয়

বাণী

উদ্ভাবন মানে হচ্ছে সময় ধাপ ও খরচ কমিয়ে সরকারি সেবাকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়া । সে লক্ষ্যে গত ০৮/০৪/২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে জনপ্রশাসনের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ধাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গত ০৪/০৬/২০১৩ তারিখে প্রথম খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) নেতৃত্বে ইনোভেশন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে যুগ্ম সচিব (বাজেট ও অডিট) ও ১১/০৪/২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও হিসাব) এর নেতৃত্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম পুর্নগঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ তে ১৬ টি কৌশল, ৩৫ টি কার্যক্রম ও ১০০ নম্বর রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম কৌশলগুলো হচ্ছে উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালা অনুষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষন,স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান ও যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম, উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং, ইনোভেশন শোকেসিং, উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন ,ইনোভেশন মেন্টরিং ,ইনোভেটরদের স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান, ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ প্রদান, পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং ,ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ, ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ, আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত ইনোভেশন এর মধ্যে প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহ ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা, ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি, ওএমএস এ্যাপ চালু করে চাল/আটা বিক্রির স্বচ্ছতা আনয়ন, নিরাপদ পথখাবার চালু অন্যতম। ২০১৮-১৯ সালের চলমান নতুন আইডিয়াসমূহের মধ্যে এসিআর ডিজিটাইলেশন,ডিজিটাইলেজশনের ও এসএমএসের মাধ্যমে ১০ টাকার চাল প্রদান, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ মনিটরিং এ্যাপ তৈরি, ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে ওএমএস এর চাল ও আটা প্রদান , নিরাপদ সাইলো, রাণীশংকৈল উপজেলায় ধান/গম সংগ্রহকালে নমুনা পরীক্ষাকরণ ও বিনির্দেশ অবহিতকরণ বুথ তৈরি অন্যতম। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি কর্মশালা থেকে অনেক ভালো ভালো আইডিয়া এসেছে যেগুলো বাস্তবায়িত হলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা সেবা প্রদানের মান অনেক বৃদ্ধি পাবে যা রুপকল্প ২০২১ এবং এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

(সালমা মমতাজ)

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসেবে সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের সকল সময়ের জন্য খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্ভাবনী কৌশলের কোন বিকল্প নেই। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এ টু আই উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাশ্রয়ী ও জনপ্রিয় ধারণাসমূহ প্রতিনিয়ত উৎসাহের সঞ্চার করে চলেছে। এ লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার এবং ইনোভেশন মেলা করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে ইনোভেশন ফান্ড প্রবর্তন, উদ্ভাবনী ধারণাকে পুরস্কৃতকরণ ইত্যাদির প্রচলন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ মেনটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ভাবে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সেবা প্রক্রিয়া সহজতর হয় এবং কাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহসহ জনগণকে মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা । ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং চলমান উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে তথ্য উপাত্ত যাচাই ও সন্নিবেশ করে তা যথাযথভাবে বিন্যস্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। এই প্রকাশনাটি সফল করতে যারা তথ্য, ছবি এবং শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. অনিমা রাণী নাথ)
যুগ্ম-সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	এক নজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়	১০-১২
২	উদ্ভাবনী ধারণার পটভূমি	১৩-১৬
৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯	১৭-২২
৪	খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯	২৩-২৭
৫	নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯	২৮-৩২
৬	ইনোভেশন টিমের বিদেশে প্রশিক্ষণ	৩৩-৩৪
৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্ভাবনসমূহ	৩৫-৬৩
৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	৬৪
৯	খাদ্য অধিদপ্তরের ভবিষ্যত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	৬৪
১০	নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	৬৫
১১	অফিস আদেশ	৬৬-৭২
১২	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম	৭৩

এক নজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার লক্ষ্যে ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্রিটিশ ভারতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ডিপার্টমেন্ট প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতঃ দ্রুত উক্ত রেশনিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর ১৯৫৫ সালে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট বিলুপ্ত করা হলে এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৫৬ সালে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিভিল সাপ্লাই অবয়বে খাদ্য বিভাগ চালু করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাদ্য বিভাগ ইত্যাদি নামে পরিচালিত হতে থাকে। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিঃ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২. ২০১২.৯৬ নং পত্র সংখ্যা দ্বারা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (১) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে ২টি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হলে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা
- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ
- মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণ
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কার্যক্রম।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য:

- সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

- দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করণ;
- খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্রত নিয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ ১৩.০৯.২০১২ তারিখের ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নং পত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ নামে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও বিলুপ্ত খাদ্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য জনবল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে অপরিবর্তিত রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও উন্নয়ন (২) সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং (৩) বাজেট ও অডিট এবং (৪) খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট নামে ৪টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ ১ জন অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ দুটি যুগ্ম-সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট একজন যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ; প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, সংস্থা প্রশাসন, সেবা, সমন্বয় ও সংসদ, তদন্ত এবং পরিকল্পনা অধিশাখা পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, শৃংখলা, পেনশন ও সমন্বয় বিষয়াদিসহ উন্নয়ন কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ; সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগের অধীনে সরবরাহ-১, সরবরাহ-২, বৈদেশিক সংগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখাসমূহ পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগ খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংগ্রহ, চলাচল, মজুদ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ; বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে বাজেট ও হিসাব এবং ৩টি অডিট অধিশাখার কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক অডিট নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ); এ ইউনিটে যুগ্ম-সচিব বা সম পদমর্যাদার ১ জন মহাপরিচালকের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণসহ সরকারের খাদ্যনীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

সংক্ষেপে খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একমাত্র সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অবিভক্ত বাংলায় উদ্ভূত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Famine) মোকাবেলায় বর্তমানের খাদ্য অধিদপ্তর ঐ সময়ে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও প্রশাসন, সংগ্রহ, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, হিসাব ও অর্থ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের ফলে ৬টি পরিদপ্তর একীভূত হয়ে পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নববইয়ের দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়।

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে মহাপরিচালককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ পরিচালকবৃন্দের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারা দেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। দেশজুড়ে মোট ৫টি সাইলো, ১৩টি সিএসডি এবং ৬৩১টি এলএসডি আছে। এসকল খাদ্য গুদামের বর্তমান কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১৯.৫০ লক্ষ মে: টন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

সংক্ষেপে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুমোদন করেছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগীতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আইনের আলোকে এবং গৃহীত উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সব সময় এবং সকলের জন্য সর্বচ্চো সুরক্ষায় ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পৌঁছানো এ কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। জনগণের প্রত্যাশা এবং বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কর্তৃপক্ষ তার সকল সামর্থ্য নিয়ে এবং ঐকান্তিকতার সাথে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মত মহতি এ কাজে কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে।

খাদ্য নিরাপত্তায় অংশীদার

মন্ত্রণালয়সমূহ
কৃষি মন্ত্রণালয়
খাদ্য মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ;
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (এফএও)
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (United Nations Children's Fund) বা ইউনিসেফ
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme) বা ইউএনডিপি
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (আইএফএডি)

উদ্ভাবনের পটভূমি

উদ্ভাবন বা ইনোভেশন এর ধারণাটি মূলতঃ বেসরকারি খাত থেকে এসেছে। সরকারি খাতে এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিব্যপ্তি নিয়ে তাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন মত ও পর্যালোচনা রয়েছে। পৃথিবীব্যাপি সরকারি খাতে উদ্ভাবন বিষয়ক একক বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল অডিট অফিসের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বলতে বুঝানো হয়েছে;

- অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা দেশ হতে কোন সৃজনশীল চর্চা নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা; অথবা
- সম্পূর্ণ নতুন একটি চর্চার অবতারণা করা; যা

  প্রশাসনিক পদ্ধতি অথবা সেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। এটি ছোটখাট পরিবর্তন হতে পারে যা ক্রমাগতভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

আইডিইও (www.ideo.org) এর মতে, উদ্ভাবন বলতে কোন পণ্য বা পদ্ধতি বা সেবার উন্নয়ন বা অভিযোজন বা প্রবর্তন বোঝায় যা জনগণের জন্য নতুন সুবিধা বা উপকার তৈরি করে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগে সৃজনশীলতা প্রয়োজন। তবে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন এক নয়। যেখানে সৃজনশীলতা প্রধানতঃ মনোজাগতিক ও ধারণা কেন্দ্রিক সেখানে উদ্ভাবন প্রয়োগিক বা চর্চা কেন্দ্রিক। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বলতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার এমন কোন পরিবর্তনের সূচনা করা যার ফলে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের আগের তুলনায় সময়, খরচ ও অফিস যাতায়াত সাশ্রয় হয়।

তবে বিদ্যমান চর্চার পরিবর্তন হোক বা অন্যত্র থেকে নিজ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা চর্চা হোক বা সম্পূর্ণ নতুন কোন চর্চা হোক না কেন, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন এমন একটি বিষয় যা নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থায় সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুনভাবে জনসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি। ইনোভেশন নির্দিষ্ট একক কোন সরল রেখায় চলেনা। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং সফলতা উভয়েরই সমান সুযোগ রয়েছে।

উদ্ভাবনী ধারণার উৎস

তাত্ত্বিকগণের আলোচনা এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা তথ্য থেকে জানা যায় যে, সরকারি খাতে উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগ ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চ পর্যায় থেকে এলেও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা গেলে এটি নিম্ন পর্যায়ের গণকর্মচারিগণের নিকট থেকে অধিক হারে আসতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়া হয় তা প্রধানতঃ নীতি নির্ধারণী বিষয়ক ও তা ম্যাক্রো প্রকৃতির সমস্যা সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে, নিজ পর্যায় থেকে আগত উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের এবং

স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা কেন্দ্রিক, যা সরাসরি প্রান্তিক সেবাগ্রহীতার জন্য নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। আর এ ধরনের উদ্যোগগুলো কম প্রচার বা প্রসার লাভ করে। এছাড়া, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ নাগরিক থেকেও সরকারি উদ্ভাবনের ধারণা আসার বৃহত্তর সুযোগ বিদ্যমান। বিশেষত: সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকল্পের ডিজাইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন তথা সমগ্র উদ্ভাবন চক্রে সেবা গ্রহীতার সরাসরি সংশ্লিষ্টতাকে বর্তমানে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়।

সরকারি খাতে উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি

সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, গণকর্মচারিগণের দক্ষতা, প্রনোদনা, এবং ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা-কে জরুরী বলে মনে করা হয়। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান কমিশিন নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের পরামর্শ প্রদান করে-

- উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সক্রিয় সম্পৃক্তি;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য প্রণোদনা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিকল্পনায় সেবাগ্রহীতার সম্পৃক্তি; এবং
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন।

উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আর উদ্ভাবনের সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বা টিম লিডারের অবশ্যই সরকারি খাতে উদ্ভাবন সম্পর্কে, উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে, অভীষ্ট গোষ্ঠির সমস্যা ও চাহিদা, এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্যের আলোকে কোথায় কখন উদ্ভাবন দরকার সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা থাকা দরকার।

সরকারি খাতে উদ্ভাবনের ক্ষেত্র ও জীবনচক্র

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম:

- সরকারি কর্মপদ্ধতিতে উদ্ভাবন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতার বৃদ্ধি;
- পণ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবা গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রে উদ্ভাবন; এবং
- নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন।

উদ্ভাবনের নিম্নরূপ একটি জীবনচক্র রয়েছে

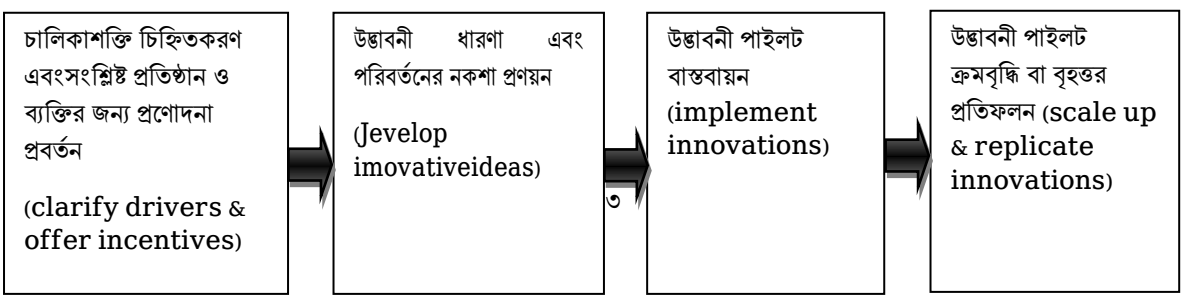

যেহেতু নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা যাচাই বাছাই করা হয় সেহেতু এর প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতার ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক। ইনোভেশনের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঝুকি মোকাবেলার প্রবণতা/মানসিকতা থাকতে হয়।

উদ্ভাবনের প্রতিবন্ধকতা

সরকারি খাতে উদ্ভাবনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমলাতন্ত্রের ঐতিহ্যগত স্থিতাবস্থা প্রবণতা এবং ঝুঁকি বিমুখতা। সরকারি কাজে পূর্ববর্তীতাকে অনুসরণ করা হয় আর সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং ব্যর্থতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর গণকর্মচারিগণের সামাজিকীকরণ সেভাবেই করা হয়েছে। তাঁরা নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর সচ্ছন্দ; যা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করে। এছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে সাহসিকতা এবং সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য পৃথক কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নাই। সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বিষয়ক এক গবেষণায় এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে-

- সম্পদের অপ্রতুলতা;
- উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সমর্থনের অভাব;
- নতুন উদ্যোগে কর্মচারিগণের বাধা প্রদান;
- সেবা গ্রহিতার অজ্ঞতা বা পশ্চাৎপদতা;
- আইনগত জটিলতা; এবং
- ঝুঁকি গ্রহণ না করার প্রবণতা।

উদ্ভাবনে সফলতার উপায়

যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবাকে মানসম্মত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব। উদ্ভাবনে সফলতার প্রধান উপায়গুলো হচ্ছে-

- যোগ্য ও কার্যকরী নেতৃত্ব;
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অকুন্ঠ সমর্থন;
- উদ্ভাবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা;
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে নিজ প্রতিষ্ঠানে উদ্ভবন সংস্কৃতি গড়ে তোলা/
- ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা;
- কনিষ্ঠ সহকর্মীদের উদ্ভাবনী ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করা ;
- প্রণোনদনার ব্যবস্থা রাখা, হোক তা আর্থিক বা অন্য যে কোন ধরাণের স্বীস্কৃতি;
- সর্বোপরি, জনসুবিধা বৃদ্ধির আকাঙক্ষা আর উদ্ভাবনি উদ্যোগে জনসম্পৃক্তির মানসিকতা।

সরকারি খাতে উদ্ভাবন কাজে উৎসাহিত করার পরিবেশ তৈরি করা এবং উদ্ভাবনের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এরূপ আইন, নিয়ম, রীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্বার প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান চর্চায় পরিবর্তন হোক বা অন্যত্র থেকে নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা চর্চা তোক বা সম্পূর্ণ নতুন কোন চর্চা তোক না কেন, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন এমন একটি বিষয় যা নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুনভাবে জনসুবিঘধা বৃদ্ধি পায়। এটি এবন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ

অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি। আর নতুন চর্চার প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রচেষ্টাটি সফল কিংবা বা ব্যর্থ হতে পারে। উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে জুঁকির এ সম্পর্কের কারণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চা করা দুরুহ। সরকারি জনবল নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর সচ্ছন্দ। ফলে উদ্ভাবনী চর্চার সাথে গণকর্মচারিগণকে সম্পৃক্ত করা কঠিন হতে পারে। এ চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার সংস্কৃতি তৈরি করতে এবং এ লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ প্রশাসনের যৌথাভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রম

জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা এবং খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটি সংস্থা রয়েছে খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আওতায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সংগ্রহ, খাদ্যশস্য আমদানি বা বাজারের সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এবং অত্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের যথাযথ নির্দেশনায় গৃহীত যথাযথ পদক্ষেপের কারণে এ মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সেবাসমূহ জনগণের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বা প্রকল্প প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্ভাবন সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে এ মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনায় মোট ৬ টি কার্যক্রম আছে। যার প্রত্যেকটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে ও চালু আছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. নিজ অফিসের সেবা সহজিকরণ বা সেবায় উদ্ভাবন;
মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ সহজে প্রাপ্তির এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সহজে জানার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি “ফ্রন্টডেস্ক” স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ে আগত দর্শনার্থীদের বসার সুবিধার জন্য একটি অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। সময় ও চাহিদার সাথে সমন্বয় করে কর্মবন্টন পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।

২. ই- সেবা;
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা (মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত সকল ছুটি অনলাইনে সম্পাদন) শুরু হয়েছে ও চালু আছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সকল প্রকার ছুটি অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে।

৩. ই- ফাইলিং সম্প্রসারণ;

মোট কাজের ৩০% ই- ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের শাখা/ অধিশাখার নথি পর্যায়ক্রমে ই- ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। গত ১৬.০৯.২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে ই ফাইলিং চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে সকল শাখায় ই ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয়ে ই ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ছে।

৪. উদ্ভাবন ধারণা ব্যবস্থাপনা ও স্কেলআপ;

উদ্ভাবন ধারণা আহবান করে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্ভাবন ধারণা আহবান করে ইনোভেশন আইডিয়া সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে এবং অধিদপ্তরে মেন্টর নিয়োগ করা হয়েছে। মেন্টরগন উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বা কোন অসুবিধা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে সহায়তা করছে। মন্ত্রণালয়ে ০১ (এক) টি আইডিয়া বক্স স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত মাসিক ইনোভেশন কমিটির সভায় ইনোভেশন বক্স থেকে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অনলাইনে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে একটি প্ল্যাটফর্ম/মেনু প্রবর্তন করা হয়েছে। যে কেহ উক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করতে পারেন।

৫.অধঃস্তন অফিসের ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি;

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর সমূহের ইনোভেশন কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ইনোভেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

৬. প্রশিক্ষণ;

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন কর্মকর্তাগণকে ০২ (দুই) দিনব্যাপী ইনোভেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণকে ২ দিনের ই - ফাইলিং এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। a2i কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণে কর্মকর্তার মনোনয়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ছবি; খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী “নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৭. ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে পৃথক কোড (৪৮২৯- গবেষণা / উদ্ভাবনী ব্যয়) খোলা হয়েছে এবং টাকা বরাদ্দের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

৮. পুরস্কার প্রদান;
মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর সমূহের ০১ (এক) জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ০১ (এক) জনকে প্রণোদনা হিসেবে বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তর হতেও ইনোভেটরগণকে নানারূপ প্রণোদনা দানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৯.পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং;
সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাছাড়া উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে এটুআই এর কর্মকর্তাগণের পরামর্শ ও সহায়তা নেয়া হচ্ছে।

১০. সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার;
সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া এবং মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসহ সার্বিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অধিনস্থ দপ্তরসমূহের ফেইজবুক লিংক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mofood.gov.bd) সংযুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে প্রচারযোগ্য কোন উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া যায়নি। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত হলে তা সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচার করার সুযোগ রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ছক মোতাবেক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন-২০১৮-২০১৯

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯													
	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[১]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	১০-৮-১৭	৩১-৭-২০১৮	৫-৮-২০১৮	৯-৮-২০১৮	১৪-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	-	১২-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৬-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	-	১৬-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৫-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	৪	৮	১০	০৯	০৮	-	-	১০
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	২	৮০%	১০০%	৯৫%	৮০%	৭৫%	-	১০০%
৩	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার	৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার	সংখ্যা	৩	-	৩	২	১	-		৫
			৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	৩	-	১৬	১৪	১২	১০	৮	৪০
			৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	২	-	১০	৮	৬	৪	২	২০

- প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯													
	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[১]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর	৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	-	৩	২	১	-	-	৫
৪	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ	৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত	তারিখ	২	-	৩০-০৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	
			৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা	৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ	সংখ্যা	২	-	১০-০৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	২৫-৯-২০১৮	৩০-৯-২০১৮	
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	১০	৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	-	৩০-০৪-২০১৯	১৫-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৬-৫-২০১৯	৩০-৫-২০১৯	
			৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৪	-	১	-	-	-	-	২
			৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	২	-	৫-০৫-২০১৯	১২-৫-২০১৯	১৬-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৫-৫-২০১৯	
৬	ইনোভেশন শোকেসিং	১০	৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং	৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং	তারিখ	৬	-	১৫-০৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	১৫-৬-২০১৯	

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯													
	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[১]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			আয়োজন										
			৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	৪	-	৩	২	১	-	-	১
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬	৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত	৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	-	১০-৬-২০১৯	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	৩০-৩-২০১৯	
			৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	২	-	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	২৮-৬-২০১৯	৩০-৬-২০১৯	
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৬	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত।	৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা	তারিখ	৩	-	২৯-০৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৫-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	
			৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন	৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা	সংখ্যা (জন)	৩	-	১৬	১৪	১২	১০	৮	২০
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	১০	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা	৫	-	১	-	-	-	-	২
			৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা	২	-	-	২	১	-	-	৩
			৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/	সংখ্যা	৩	-		১	-	-	-	

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯													
	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[১]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত				২					৩
১০	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	৪	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	-	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪৫
			১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	-	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	১০০
১১	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	৩	১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা	৩	-	৩	২	১	-	-	৩
১২	ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	৩	১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	-	৩১-১২-২০১৮	৩-১-২০১৯	৮-১-২০১৯	১৫-১-২০১৯	২০-১-২০১৯	
১৩	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	-	১৫-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	৩১-৩-২০১৯	৩০-৪-২০১৯	৩০-৫-২০১৯	
১৪	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	৩	১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন	১৪.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি	তারিখ	৩	-	১৫-০৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	
১৫	আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর	৬	১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন	১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক	তারিখ	৩	-	১৪-৮-২০১৮	২০-৮-	২৬-৮-২০১৮	২৮-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯													
	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[১]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ		কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	কর্মপরিকল্পনা প্রণীত					২০১৮				
			১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা	সংখ্যা	৩	-	৩	২	১	-	-	৩
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন	তারিখ	৩	-	৩১-১-২০১৯	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	
			১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	-	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২০-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	
			১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	-	১৫-৭-২০১৯	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	
			১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	-	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	৫-৮-২০১৯	

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[২]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	০৩/০৭/১৭	৩১-৭-২০১৮	৫-৮-২০১৮	৯-৮-২০১৮	১৪-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	১০/০৮/১৭	১২-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৬-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১৬/০৭/১৭	১৬-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৫-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	৪	৮	১০	০৯	০৮	-	-	১০
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	২	৮৫%	১০০	৯৫	৮০	৭৫	-	
৩	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার	৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার	সংখ্যা	৩	১	২	১	-	-	-	৩
			৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	৩	-	৬০	৫০	৪০	২০	-	৬০
			৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	২	১৭	৪০	৩৫	৩০	২৫	-	৬০

- প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[২]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর	৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	২	৩	২	১	-	-	৪
৪	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ	৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত	তারিখ	২	০১/০৯/১৮	৩০-০৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	
			৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা	৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ	সংখ্যা	২	-	১০-০৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	২৫-৯-২০১৮	৩০-৯-২০১৮	
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	১০	৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১২/০৪/১৮	৩০-০৪-২০১৯	১৫-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৬-৫-২০১৯	৩০-৫-২০১৯	
			৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৪	১	২	১	-	-	-	৩
			৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	২	১২/০৪/১৮	৫-০৫-২০১৯	১২-৫-২০১৯	১৬-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৫-৫-২০১৯	
৬	ইনোভেশন শোকেসিং	১০	৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন	৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং	তারিখ	৬	-	১৫-০৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	১৫-৬-২০১৯	

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[২]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	৪	-	৩	২	১	-	-	৩
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬	৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত	৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	০৯/০৫/১৮	১০-৬-২০১৯	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	৩০-৩-২০১৯	
			৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	২	০৫/০৭/১৭	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	২৮-৬-২০১৯	৩০-৬-২০১৯	
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৬	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত।	৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা	তারিখ	২০/০৭/১৮	০৯/০৮/১৭	২৯-০৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৫-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	
			৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন	৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা	সংখ্যা (জন)	৩		২০	১৮	১৬	১৪	১২	২০
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	১০	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা	৫	৩	৩	২	১	-	-	৩
			৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা	২	৩	৫	৪	৩	২	১	৬
			৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/	সংখ্যা	৩	২	৩	২	১	-	-	৪

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[২]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত									
১০	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	৪	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	১০	১০	০৯	০৮	০৭	০৬	২৫
			১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৭০%	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯০%
১১	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	৩	১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা	৩	১	১	-	-	-	-	১
১২	ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	৩	১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	৩১/১২/১৮	৩১-১২-২০১৮	৩-১-২০১৯	৮-১-২০১৯	১৫-১-২০১৯	২০-১-২০১৯	
১৩	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	২২/১১/১৭	১৫-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	৩১-৩-২০১৯	৩০-৪-২০১৯	৩০-৫-২০১৯	
১৪	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	৩	১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন	১৪.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি	তারিখ	৩	১২/০৪/১৮	১৫-০৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	
১৫	আওতাধীন	৬	১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/	১৫.১.১ আওতাধীন	তারিখ	৩	১৭/০৭/১৮	১৪-৮-	২০-	২৬-৮-	২৮-৮-	৩০-৮-	

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[২]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ		দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত				২০১৮	৮-২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	
			১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা	সংখ্যা	৩	-	-	-	-	-	-	-	
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন	তারিখ	৩	০৬/০৮/১৭	৩১-১-২০১৯	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	
			১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	০৮/০১/১৮	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২০-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	
			১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	০৮/০১/১৮	১৫-৭-২০১৯	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	
			১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	০৮/০১/১৮	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	৫-৮-২০১৯	

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[৩]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	১০-৮-১৭	৩১-৭-২০১৮	৫-৮-২০১৮	৯-৮-২০১৮	১৪-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	-	১২-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৬-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	-	১৬-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৫-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	৪	৮	১০	০৯	০৮	-	-	১০
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	২	৮০%	১০০%	৯৫%	৮০%	৭৫%	-	১০০%
৩	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার	৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার	সংখ্যা	৩	-	৩	২	১	-		৫
			৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	৩	-	১৬	১৪	১২	১০	৮	৪০
			৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	২	-	১০	৮	৬	৪	২	২০

- প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর	৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	-	৩	২	১	-	-	৫
৪	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ	৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত	তারিখ	২	-	৩০-০৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	
			৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা	৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ	সংখ্যা	২	-	১০-০৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	২৫-৯-২০১৮	৩০-৯-২০১৮	
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	১০	৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	-	৩০-০৪-২০১৯	১৫-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৬-৫-২০১৯	৩০-৫-২০১৯	
			৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৪	-	১	-	-	-	-	২
			৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	২	-	৫-০৫-২০১৯	১২-৫-২০১৯	১৬-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৫-৫-২০১৯	
৬	ইনোভেশন শোকেসিং	১০	৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং	৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং	তারিখ	৬	-	১৫-০৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	১৫-৬-২০১৯	

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			আয়োজন										
			৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	৪	-	৩	২	১	-	-	১
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬	৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত	৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	-	১০-৬-২০১৯	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	৩০-৩-২০১৯	
			৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	২	-	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	২৮-৬-২০১৯	৩০-৬-২০১৯	
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৬	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত।	৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা	তারিখ	৩	-	২৯-০৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৫-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	
			৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন	৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা	সংখ্যা (জন)	৩	-	১৬	১৪	১২	১০	৮	২০
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	১০	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা	৫	-	১	-	-	-	-	২
			৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা	২	-	-	২	১	-	-	৩
			৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/	সংখ্যা	৩	-		১	-	-	-	

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[৩]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
			শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত				২					৩
১০	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	৪	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	-	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪৫
			১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	-	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	১০০
১১	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	৩	১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা	৩	-	৩	২	১	-	-	৩
১২	ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	৩	১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	-	৩১-১২-২০১৮	৩-১-২০১৯	৮-১-২০১৯	১৫-১-২০১৯	২০-১-২০১৯	
১৩	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	-	১৫-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	৩১-৩-২০১৯	৩০-৪-২০১৯	৩০-৫-২০১৯	
১৪	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	৩	১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন	১৪.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি	তারিখ	৩	-	১৫-০৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	
১৫	আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর	৬	১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন	১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক	তারিখ	৩	-	১৪-৮-২০১৮	২০-৮-	২৬-৮-২০১৮	২৮-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮[৩]	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY					প্রক্ষেপণ) Proje (ction ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ		কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	কর্মপরিকল্পনা প্রণীত					২০১৮				
			১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা	সংখ্যা	৩	-	৩	২	১	-	-	৩
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন	তারিখ	৩	-	৩১-১-২০১৯	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	
			১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	-	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২০-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	
			১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	-	১৫-৭-২০১৯	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	
			১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	-	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	৫-৮-২০১৯	

বিদেশে প্রশিক্ষণ

গত ২৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় উদ্ভাবনচর্চা ও উদ্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের স্বীয় উদ্যোগে কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রেরণের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। এ সভায় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে যে সকল মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য চিহ্নিত করা হয়, তার মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ও ছিল ।

গত ২১ থেকে ২২ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত স্পেনের জারগোজা শহরে ইনোভেশন সংক্রান্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করা হয়। কনফারেন্সটির উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল উদ্ভাবনী ধ্যান ধারণা বিকশিতকরণ, উদ্ভাবনী চর্চার প্রায়োগিকদিকগুলো নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলন, উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও সেবার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ। উক্ত কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সে নিরিখে উদ্ভাবনী চর্চা বিকশিতকরণ ও কাঙ্খিত সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে অংশগ্রহণ করে ।

ছবি ; “IOT Conference” এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, বেগম সালমা মমতাজ এর নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদল গত ২১ থেকে ২২ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত স্পেনের জারগোজা শহরে ইনোভেশন সংক্রান্ত “IOT Conference” এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগনের তালিকা নিম্নরুপ;

১। বেগম সালমা মমতাজ	যুগ্মসচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২। জনাব চিত্তরঞ্জন ব্যাপারী	পরিচালক ও ইনোভেশন অফিসার, খাদ্য অধিদপ্তর।
৩। জনাব আবুল কালাম আজাদ	উপসচিব ও সদস্য, ইনোভেশন টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয় ।
৪। জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া	সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ ও সদস্য ইনোভেশন টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৬। জনাব মোঃ মোবারক হোসেন	প্রোগ্রামার ও সদস্য, ইনোভেশন টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকা;

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	মন্তব্য
১	ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রয়	বাস্তবায়িত
২	খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ও এমএস) মনিটরিং এ্যাপ	বাস্তবায়িত
৩	নিরাপদ পথ খাবার বিক্রয়	বাস্তবায়িত
৪	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ভোক্তাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি মনিটরিং	বাস্তবায়িত
৫	ও এম এস কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন	বাস্তবায়িত
৬	নিরাপদ সাইলো (সাইলোতে দূর্ঘটনা নিরোধক ব্যবস্থাপনা ফরমের মাধ্যমে দায়িত্বরত ফোরম্যান/সুপারভাইজার অথবা দায়িত্বরত ব্যক্তির সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।)	চলমান
৭	প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ	বাস্তবায়িত
৮	রেঁস্তোরাসমুহের খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত কল্পে নিরাপদ খাদ্য এলাকা তৈরী	বাস্তবায়িত
৯	খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা	বাস্তবায়িত
১০	এ সি আর ডিজিটালাইজেশণ	চলমান

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভাবন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে উদ্ভাবন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-১

উদ্ভাবনের শিরোনাম; ফুডগ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন টিম 'ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি' নামে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় চালের পাশাপাশি খোলা আটা বিক্রি করা হতো। খোলা আটা বিক্রিতে বিভিন্ন অসুবিধা পরিলক্ষিত হওয়ায় উদ্ভাবন হিসাবে পাইলট আকারে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ফুডগ্রেডেড প্যাকেটজাতকৃত ওএমএস আটা বিক্রির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ভোক্তা পর্যায়ে ২ কেজি প্যাকেট আটার মূল্য ৪২.০০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে । উল্লেখ্য যে, অন্যান্য এলাকায় ওএমএস কার্যক্রমে খোলা আটা ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি কেজি ১৮.০০ টাকা হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে। সচিবালয় যেহেতু প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সেজন্য সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী সমিতির মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এ কার্যক্রম শুরু করা হবে। জনবান্ধব, পরিচ্ছন্ন,

মানসম্মত, সঠিক ওজন এর নিশ্চয়তা দিয়ে ওএমএসের আটা সরবরাহ করা হচ্ছে বিধায় ইতোমধ্যে "ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি" জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ছবি; সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন

প্যাকেট আটার সুবিধা নিম্নরুপঃ

১) প্যাকেট আটা বহনে সুবিধাজনক । আলাদা ব্যাগ আনার প্রয়োজন নেই;
২) ফুডগ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে হওয়ায় গুণগত মানের নিশ্চয়তা রয়েছে;
৩) আগে খোলা বিক্রি হওয়াতে অপরিচ্ছন্ন ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এখন আর তা নেই;
৪) পরিমাপের প্রয়োজন নেই বিধায় দ্রুত সরবরাহ করা যায় ফলে এখন লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয় না;
৫) জনবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, মানসম্মত, সঠিক ওজন এর নিশ্চয়তা দিয়ে ওএমএসের আটা সরবরাহ করা হচ্ছে;
৬) সর্বোপরি বাজারে দুই কেজি আটার মূল্য কমপক্ষে ৬৫ টাকা কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে ওএমএসে ক্রেতাগণ পাচ্ছেন ৪২ টাকায়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-২

উদ্ভাবনের শিরোনাম; খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) মনিটরিং এ্যাপ।

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি;

পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিকে মূল্য সহায়তা দেওয়া এবং বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। এ কর্মসূচিটি খোলা বাজার খাদ্যশস্য বিক্রয় বা ও.এম.এস কার্যক্রম নামে পরিচিত।
ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগরীর ৯ টি অপারেশনাল এরিয়ার ৭৮ টি পয়েন্টে যেমন- জুরাইন বাজার, মিরপুর আনসার ক্যাম্প, কচুক্ষেত বাজার, বাবুবাজার, চকবাজার ইত্যাদি পয়েন্টে ট্রাকযোগে বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে প্রতি কেজি চাল ৩০ টাকা এবং প্রতি কেজি আটা ১৮ টাকা দরে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

ছবি; ওএমএস বিক্রয় কার্যক্রম

কার্যক্রমের পরিধি;

বর্তমানে পরিচালিত ওএমএস পদ্ধতিতে শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহে ০৬ দিন প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ০২ মে. টন চাল এবং ০১ মে. টন আটা প্রতিটি ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয় করা যায় ।

পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান;

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে , জেলা খাদ্য নিযন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে জেলা সদর এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদরে ও জেলা/উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হয় ।

খ) ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার/উভয় প্রকার ডিলারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার যে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওএমএস ডিলারদের কাজ তদারকি করতে পারবেন ।

বিক্রয় প্রক্রিয়া;

নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে চাল/গম/আটা বিক্রয় করতে পারবেন

ক) সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা অথবা চাল/গম/আটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দোকান খোলা রাখতে হয় ।

খ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব মজুদ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় ।

গ) ডিলারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় । সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চাল/গম/আটা বিক্রয় শুরু করা হয় ।

ঘ) ওএমএস কার্যক্রম বন্ধ হবার পর ও কোন ডিলারের নিকট উত্তোলিত কিন্তু অবিক্রিত চাল/ আটা থেকে গেলে তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রয় করে নিঃশেষ করতে হয় ।

ট্রাকে চাল/আটা/গম বিক্রয় প্রক্রিয়া;

ক) নিয়োজিত ডিলারকে প্রতিদিন পরিমাণমত খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয় ।

খ) ডিলারকে ট্রাকে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হয় ।

গ) ডিলারকে প্রতিদিনের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিয়ে আগের দিন ডিও (ডেলিভারি অর্ডার) গ্রহন করতে হয় এবং খাদ্যশস্য বিক্রির দিন সিএসডি/এলএসডি হতে চাল/আটা/গম গ্রহণপূর্বক সকাল ৯.০০ টার মধ্যে বিক্রয় কেন্দ্রে পৌছাতে হয় ।
ঘ) ট্রাকে খাদ্যশস্য বিক্রয় মনিটরিং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক একজন করে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয় ।

মনিটরিং;

প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের ওএমএস এর জন্য উত্তোলিত এ বিক্রিত চাল/আটা/গমের হিসাব মনিটরিং এর জন্য নিজ নিজ কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রন কক্ষ খুলেন । এসব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে ডিলার সংখ্যা, উত্তোলিত ও বিক্রয়ের পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ফ্যাক্স/ ই-মেইল/ টেলিফোন-এ ঐ দিন বিকাল ৬.০০ ঘটিকার মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড মনিটরিং (এমআইএসএন্ডএম) বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় । খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করা হয়। মনিটরিং টিম সরেজমিনে ওএমএস কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন জমা দেন ।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগে কি কি কল্যান বয়ে এনেছে;

ওএমএস কার্যক্রমে নিয়োজিত ট্রাকটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করছে কি'না তা যে কোন সময় জানা সম্ভবপর ছিল না । তাছাড়া ট্রাফিক জ্যামের কারনে মনিটরিং কমর্কর্তার পক্ষে সব জায়গায় পরিদর্শন করা সম্ভবপর হতো না । এ সকল সমস্যা দূরিকরণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ওএমএস এ্যাপ চালু করা হয়েছে। এ এ্যাপের মাধ্যমে মনিটরিং কর্মকর্তাগণ অফিসে বসেই ট্রাকের অবস্থান মনিটরিং করতে পারেন। মনিটরিং কর্মকর্তা অফিস থেকেই সার্বক্ষনিক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারায় একদিকে সময়, অধিক ব্যয় ও ভোগান্তি কমেছে । বিক্রয় প্রতিনিধিরা বিক্রয় কার্যক্রম শুরুর সময় ওএমএস অ্যাপস এ লগইন করে এবং বিক্রয়কালীন সময় সার্বক্ষনিক অনলাইনে থাকবে এবং বিক্রয় শেষ হওয়ার পরে অ্যাপস এ লগ আউট করবে। ফলে মনিটরিং কর্মকর্তা, বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে সার্বক্ষনিক অনলাইনে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং বিক্রয়ের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারে । ভবিষ্যতে মনিটরিং কর্মকর্তা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে যে কোন সময় ভিডিও কলের মাধ্যমে বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে পারবেন।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি;

বতর্মানে মোবাইল অ্যাপের কারনে ট্রাকটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত আছে কি'না তা জানা যায় । ট্রাকটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না থাকলে উপকারভোগী ফোন করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে । কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিকভাবে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে বিক্রয় প্রতিনিধির ট্রাকের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে । ডিলার প্রতিদিন কমপক্ষে দুইবার বিক্রয় কার্যক্রমের লাইভ টাইম ছবি তুলে পাঠায় ফলে বিক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হয় । মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সকল ডিলারের নাম, বিক্রয় প্রতিনিধির মোবাইল নাম্বার, ট্রাকের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় । বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে স্বাক্ষাত না করেও ট্রাকের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় বিধায় বিক্রয় কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হয় ।

ছবি; ওএমএস অ্যাপ এর সাহায্যে ডিলারদের অবস্থান মনিটরিং

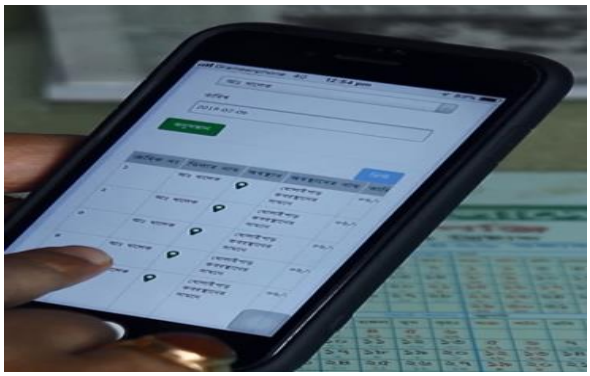

ছবি; ওএমএস অ্যাপ

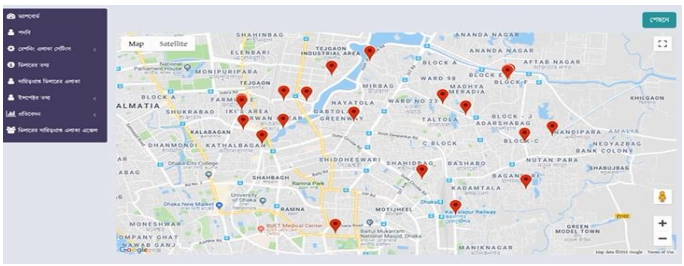

ছবি; ওএমএস অ্যাপ এর সাহায্যে ডিলারদের অবস্থান মনিটরিং

ছবি: উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম

উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম

ক্রমিক নং	সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা
১	সালমা মমতাজ, অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর।
৩	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৪	তপন কুমার দাস, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা ।
৫	মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬	মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৭	মোঃ মোবারক হোসেন, প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয় ।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-৩

উদ্ভাবনের শিরোনাম; নিরাপদ পথ খাবার বিক্রয়

কিভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি;

বাংলাদেশের নিম্ন বিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোক জন কম খরচে খাবার জন্য পথ খাবার গ্রহণ করেন। তাছাড়া, চাকুরীজীবি, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমজীবি মানুষ ব্যাপক ভাবে পথ খাবার গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব ও নিম্নমানের খাবার গ্রহণের ফলে অনেক পথখাবার গ্রহণকারী ব্যক্তির শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবানুর সংক্রমণ ঘটে থাকে। যার ফলে পথখাবার গ্রহণকারী মানুষ জীবানুঘটিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। নিরাপদ পথ খাবার চালু করলে এসকল মানুষের জন্য কম দামে পথখাবার সরবরাহ করা সম্ভব এবং মানুষ খাদ্য বাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাবে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সচিবালয়ের পার্শ্ববর্তী তিনজন পথখাবার বিক্রেতাকে নির্বাচন করা হয় এবং তাদের নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্বাচিত বিক্রেতাদের তিনটি ভ্রাম্যমান ভ্যান ও খাদ্য বিক্রয়ের জন্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

নির্বাচিত তিনজন পথখাবার বিক্রেতার নাম ও নির্ধারিত স্থান হলোঃ
১.

ক্র: নং	নাম	নির্বাচিত স্থান
১.	আব্দুল খালেক	সচিবালয় লিংক রোড
২.	মোঃ বাদশা	গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট
৩.	কামাল হোসেন	ওসমানী উদ্যানের সম্মুখভাগ

২. পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কি কি কল্যাণ বয়ে এনেছে;

- এ উদ্ভাবনের ফলে তিনজন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং তাদের কার্যক্রমকে লক্ষ্য করে আরও অনেক পথখাবার ব্যবসায়ী নিরাপদ খাদ্য ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এ সকল পথখাবার বিক্রেতার নিকট থেকে মানুষ নিরাপদ খাবার গ্রহণ করছে এবং মানুষ খাবার গ্রহনের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত হচেছ না।
- নিরাপদ খাবার বিক্রয়ের কারনে পথখাবার বিক্রেতাদের খাবার বিক্রি অনেক বেড়েছে এবং তারা বেশী লাভবান হচ্ছেন।
- সকল শ্রেণীর মানুষ নিশ্চিন্তে কমদামে পথখাবার গ্রহণ করছে।

৩. উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি;

- উপকার ভোগী পথখাবার বিক্রেতারা অনেক লাভবান হওয়ায় এবং ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা অনেক সন্তুষ্ট।
- মানুষ নিশ্চিন্তে কমদামে পথখবার গ্রহণ করছে।
- অন্যান্য পথখাবার ব্যবসায়ী নিরাপদ খাদ্য ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

৪. চিত্র:

ছবি; নিরাপদ পথখাবার ভ্যান বিতরণ ও প্রশিক্ষণ

৫. উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

১	মোঃ মোকাম্মেল হক, , সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
২	কাজী গোলাম তৌসিক, পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৩	এ এস এম এস জুবেরী, পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৪	আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল, উপসচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৫	ড. শেখ নুরুল আলম, উপসচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৬	অনিমা রানী বিশ্বাস, উপসচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-৪

উদ্ভাবনের শিরোনাম; খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ভোক্তাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি মনিটরিং।

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি;

দেশের হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে বছরের কর্মাভাবকালীন ০৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ১০ টাকা কেজি দরে পরিবারপ্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি। গত সেপ্টেম্বর/১৮ মাসে সরাইল উপজেলায় এ কর্মসূচিতে ডিলার কর্তৃক ভোক্তাদের মাঝে চাল বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করতে যাই। ভোক্তাগণ ডিলারের দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে চাল নিচ্ছেন দেখা গেলো। সঠিকভাবে চাল পাচ্ছেন কিনা কয়েকজন ভোক্তার কাছে জানতে চাওয়া হয়।

২-৩ জন ভোক্তা সঠিকভাবে চাল পাচ্ছেন বলে জানালেও ডিলারের সামনে এ বিষয়ে কথা বলতে অধিকাংশ ভোক্তার মাঝে অস্বস্তি লক্ষ্য করা গেলো। বুঝা গেলো ডিলার স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় চাল ওজনে কম দেওয়া/নির্ধারিত সময় দোকান খোলা না থাকা/অন্য কোন অসুবিধা থাকলেও ভোক্তা ভয়ে কিছু বলছেন না। পাছে তার নামটি তালিকা হতে বাদ পড়ে যায়। সরকারি কোন বিভাগ/অফিস হতে এ সেবা দেয়া হচ্ছে এবং সেবা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হলে কোন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে এ বিষয়ে ভোক্তাদের কোন ধারণা নেই। ডিলারের দোকানের সামনে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের নম্বর না থাকায় ভোক্তা চাল প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধার (সঠিক ওজন, নির্ধারিত মূল্য, চালের মান) সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক কর্তৃপক্ষকে জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন না। দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে ট্যাগ অফিসার/তদারকি কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক ডিলারের দোকানে উপস্থিত থাকতে পারেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে চাল বিক্রির

তারিখ ও সময় জানানো হয়, ফলে অনেক ভোক্তা তথ্য পান না। ডাটাবেজ-এ ভোক্তার মোবাইল নম্বর না থাকায় তাৎক্ষনিক/যে কোন সময় ভোক্তার খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা যায় না।

সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন তৈরি করে সকল ডিলারের দোকানে টানিয়ে দেয়া হলো। ডিলারের মাধ্যমে ভোক্তাদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে বিদ্যমান ডাটাবেজ-এ অর্ন্তভুক্ত করা হলো। মাস শেষে অফিস হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১-২% ভোক্তাকে ফোন করা হলো। মাসের শুরুতে ভোক্তাকে বাল্ক এসএমএস পাঠানো হলো। সরাইল উপজেলায় উদ্যোগটির মাধ্যমে ডিলারদের চাল বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী নাসিরনগর উপজেলাতেও উদ্যোগটির বাস্তবায়ন শুরু করা হলো।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কি কি কল্যাণ বয়ে এনেছে;

উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন প্রত্যেক ডিলারের দোকানে টানিয়ে দেয়ার পর ভোক্তাগণ সহজে ও নির্ভয়ে তাদের সমস্যা অফিসকে জানাতে শুরু করলেন। উপজেলা অফিসার/অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে সরেজমিন অভিযোগ যাচাই করে সমস্যা সমাধান করে দেয়া হলো। ডাটাবেজ হতে মোবাইল নম্বর নিয়ে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১-২% ভোক্তাকে ফোন করে সঠিকভাবে চাল পাওয়ার বিষয়টি যাচাই করা হলো। বাল্ক এসএমএসের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে চাল বিক্রি শুরুর তারিখ ও সময় জানিয়ে দেয়া হলো। ভোক্তাদের মাঝে চাল বিতরণের বিষয়ে ডিলারদের মানসিকতার পরিবর্তন হলো এবং চাল বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেলো। পাইলটভুক্ত ০২টি উপজেলার ১৮,৮৪২টি হতদরিদ্র পরিবার ডিলারের কাছ থেকে সঠিকভাবে চাল পাচ্ছেন এবং সরকারি সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ উদ্যোগের ফলে ভিশন-২০২১ এ উল্লিখিত সরকার কর্তৃক সুলভমূল্যে (১০ টাকা কেজি) হতদরিদ্র মানুষকে চাল সরবরাহের অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

উদ্যোগ বাস্তবায়নের পর ভোক্তাদের অভিযোগ দাখিলের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করে দূর-দূরান্ত হতে অফিসে আসতে হচ্ছে না। যেকোন সময় মোবাইলে ফোন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট তার সমস্যা/অসুবিধার বিষয়টি জানাতে পারছেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। উদ্যোগের ফলে অভিযোগ দাখিলের জন্য সেবা গ্রহিতার সময় লাগছে ৩-৪ মিনিট, পূর্বে যেখানে সময় লাগত ২-৩ ঘন্টা। পূর্বে যাতায়াতের খরচ ছিল ১০০-১৫০ টাকা, বর্তমানে সেখানে খরচ হচ্ছে ৫-৬ টাকা। পূর্বে ১-২ বার অফিস ভিজিট করতে হতো, এখন অফিস ভিজিটের প্রয়োজন হচ্ছে না।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/ অনুভূতি;

উদ্যোগের বিষয়ে উপকারভোগীগণ বলেন, ডিলারের দোকানের সামনে টানানো ফেস্টুনে কর্মকর্তাদের মোবাইল নম্বর থাকায় আমরা খুব সহজে আমাদের সমস্যা/অভিযোগ অফিসকে জানাতে পারছি এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগের সমাধান পাচ্ছি। এখন টাকা ও সময় ব্যয় করে অফিসে গিয়ে অভিযোগ দাখিলের প্রয়োজন পড়েনা। আগে ডিলারের সামনে তদারকি কর্মকর্তার কাছে চাল প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দেয়ার ব্যাপারে আমাদের মাঝে অনীহা কাজ করতো। বর্তমানে আমরা নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সমস্যা/অভিযোগ অফিসকে জানাতে পারছি। পূর্বে ইউপি মেম্বার/ডিলারের সাথে যোগাযোগ করে খাদ্যশস্য বিতরণ শুরুর তারিখ জানতে হতো। এখন অফিস হতে এসএমএসের মাধ্যমে বিতরণের তারিখ মাসের শুরুতেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে প্রত্যেক মাস শেষে অফিস হতে ফোন করে সঠিকভাবে চাল প্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে ডিলারদের মধ্যে অনিয়মের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, তারা সরকার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দোকান খোলা রাখছেন এবং আমাদেরকে সঠিকভাবে চাল সরবরাহ করছেন।

ছবি; আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের চিত্র

ছবি; ডিলারের দোকানে টানানোর জন্য প্রস্তুতকৃত ফেস্টুন

ছবি; ডিলারের দোকানে টানানো ফেস্টুন

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম;

১.	সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২.	কাউসার সজীব, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৩.	মোঃ আবু কাউছার, সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৪.	মোঃ শামীম আহমেদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৫.	মোঃ মাসুক মিয়া, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ছবি; আইডিয়া বাস্তবায়ন টিম

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-৫

উদ্ভাবনের নাম; ওএমএস কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন।

যেভাবে যাত্রা হলো শুরু;

খাদ্য অধিদপ্তরে ২০১৬ সালে যোগদান করেই খুলনায় কাজ শুরু করি, সেখানে ওএমএস বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখতে পাই যে,শিশুসহ মহিলা, বৃদ্ধ ও বিভিন্ন লোকজন লাইন ধরে চাল ও আটা ক্রয়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছে আর ডিলার পরিমাপ করে চাল/আটা প্রদান করছেন। আবার ডিলারের সংখ্যা বেশী হবার কারনে রোটেশন করে একেক দিন একেক ডিলার বিক্রি করেন, ফলে দরিদ্র ভোক্তাগন জানেন না কখন কোন দোকান খোলা থাকবে আর কখন বন্ধ থাকবে।অধিকন্তু ডিলার কর্তৃক হয়রানি হলে, তদারকি কর্মকর্তা দায়িত্বে অবহেলা করলে অভিযোগ করার জন্য ভোক্তারা কাউকে খুজেঁ পান না।

এসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে পরবর্তীতে যখন মুন্সীগঞ্জ জেলার দায়িত্ব নিয়ে ২০১৮ সালে কাজ শুরু করি তখন এখানেও একই সমস্যা দেখতে পাই এবং একই সাথে সুযোগ আসে জনগনের ভোগান্তি কমানোর জন্য কাজ করার। তাই কাজ শুর করার জন্য প্রথমে বেশ কিছু দিন পর্যবেক্ষণ করার পর ডিলারদের নিয়ে আলোচনা করে বেশ কিছু বিষয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রথমেই, রোটেশন বাতিল করে সব গুলো বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিদিন খোলা রেখে ১ টনের স্থলে ৫০০ কেজি বিক্রয় করতে নির্দেশ দেই। অর্থাৎ একদিনের বরাদ্দ দুই দিনে বিক্রয় করবে। এতে ডিলারে পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তাদের কে ওএমএস এর চাল ও আটা ছাড়াও ডাল, তেল, লবন ইত্যাদি মুদি পণ্য বিক্রয়ের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।সেই সাথে সাধারন মুদি ব্যাবসায়ীদের মতো ৫ কেজির ব্যাগ দোকানে রেখে দোকান খোলার আগেই প্যাকেট করে রাখতে বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যানারে অভিযোগ/পরার্মশ প্রদানের জন্য নিজের নাম্বার দেয়া হয়। এরপর ছোট ভিজিটিং কার্ড তৈরী করি, যেখানে, সকল ডিলার, তদারকি কর্মকর্তা এবং আমার ফোন নম্বর ও ডিলারের দোকানের অবস্থান দেয়া হয়। তারপর, তদারকি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ডিলারদের মাধ্যমে বিতরন করার ব্যবস্থা করা হয় এবং উন্নয়ন মেলায় আমাদের স্টলে প্যাকেটজাত আটা ও চাল বিক্রয় এর সাথে এই কার্ড বিতরন করা হয়।

তৃতীয়ত, সবচেয়ে জনবহুল স্থান হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গনে একটি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যেখানে দৈনিক ১ টন বরাদ্দ দেয়া হয় এবং প্রতিমাসে একজন ডিলার একই স্থানে বিক্রয় করছেন।

চতুর্থ, গলির ভিতর অবস্থিত বিক্রয় কেন্দ্রসমূহের মূল রাস্তায় দিক নির্দেশক চিহ্ন দেয়া হয়। এর পাশাপাশি, সঠিক ভাবে বিক্রয় এবং একই ব্যক্তি একাধিকবার পণ্য ক্রয় রহিত করা এবং সমস্ত হিসাব স্বচ্ছ ও সহজ করার জন্য ট্যাব/ ফোনে ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল মাস্টার রোল ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নতুন করে আরেকটি আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি ডিভিশনে সফটওয়্যার তৈরী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পরির্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কি কল্যাণ বয়ে এনেছে;

এসকল কাজ করার পর থেকে ভোক্তাগণ নিয়মিত একই দোকান থেকে প্রতিদিন আটা/চাল কিনতে পারছেন। কোন ডিলার দোকান খুলতে দেরী করলে বা অনিয়ম করলে তারা সরাসরি ডিলারকে বা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে ফোন করতে পারছেন। ভোক্তাদের কাছে এবং ব্যানারে আমার ফোন নম্বর থাকায় ডিলারগণ সতর্ক হয়ে কাজ করছেন এবং দরিদ্র ভোক্তাগন হয়রানি মুক্ত ভাবে প্যাকেটজাত করা আটা কম সময়ে নিতে পারছে। ফলে, বাসা থেকে আটা নেয়ার জন্য পাত্র বা ব্যাগ আনার প্রয়োজন পড়ছে না।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর পাশেই আদালত ভবন এবং বেশ কিছু সরকারি অফিস রয়েছে। এসব অফিসে সমগ্র মুন্সীগঞ্জ জেলা থেকেই প্রতিদিন প্রচুর মানুষ সেবা নিতে আসে। অন্যান্য সেবার পাশাপাশি তারা খাদ্য অধিদপ্তরের ওএমএস কার্যক্রমের সেবাও এখান থেকে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

দৈনিক ৫ টন বরাদ্দের অনুকূলে ১০০০ পরিবারের ৫ দিনের রসদ হিসেবে গড়ে কমপক্ষে প্রায় ২০ হাজার জন (পরিবারপ্রতি ৪ জন ধরে) নিয়মিত স্বল্প সময়ে ওএমএস সেবার মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে আটা/চাল এর সুবিধা পাচ্ছে। দেশব্যাপি এ উদ্যোগ রেপ্লিকেট করলে দৈনিক ৮০ হাজার পরিবার হিসেবে ৪-৫ লক্ষ জনগন বর্তমানের থেকে উন্নত সেবা নিয়ে উপকৃত হবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি;

ওএমএস কার্যক্রমে উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো বাস্তবায়ন করার পর জনৈক উপকারভোগী জানান যে, তারা এখন সপ্তাহের শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিনই যে কোন বিক্রয়কেন্দ্র হতে আটা নিতে পারেন। যে কোন প্রয়োজনে ডিলার অথবা জেলা খাদ্য অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।তাদের এখন আর লম্বা সময় লাইনে দাড়াঁতে হয় না।এছাড়া, জনবহুল কর্মক্ষেত্রে কম দামে চাল আটা ক্রয় করতে পারায় তাদের যাতায়াত ভাড়া ও সময় বেঁচে যায়। সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকায় ডিলারগণ তাদের সাথে আগের থেকে ভালো আচরণ করছেন বলে জানান।এই কার্যক্রম এভাবে চলার কারনে তিনি খুবই আনন্দিত।

টিসিভি;

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩০ মিনিট -১ ঘণ্টা	_	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৫ মিনিট	_	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৫৫ মিনিট	_	আগেরমতই (একবার)
অন্যান্য;	জনগন ওএমএস ফোনে জেনে নিতে পারবে। দীর্ঘ সময় লাইনে দাড়াঁতে হবে না। ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সহজে খুঁজে পাবে। ব্যাগ সরবরাহের কারনে যখন তখন চাল/আটা নিতে পারবে। সাধারণ জনগণের সাথে খাদ্য বিভাগের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।		

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

	সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা
১।	মোঃফরহাদ খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), মুন্সিগঞ্জ(বর্তমানে শেরপুর)
২।	সামিয়া মাহমুদ,খাদ্য পরিদর্শক, জেখানি মুন্সিগঞ্জ
৩।	সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, উচ্চমান সহকারী, জেখানি মুন্সিগঞ্জ (বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর)
৪।	মোঃ শামীম হোসেন, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, জেখানি মুন্সিগঞ্জ
৫।	মোঃ সুমন শাহ, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, জেখানি মুন্সিগঞ্জ

ছবি: উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম কার্যক্রমের ছবি

ছবি :বিস্তারিত তথ্য ও অভিযোগের নাম্বার সম্বলিত ব্যানার

ছবি; বিক্রয় শুরুর আগেই প্যাকেট করে রাখা আটা

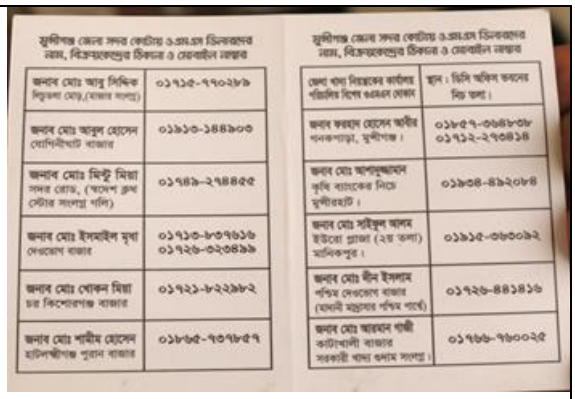

ছবি; ওএমএস কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ওএমএস কার্ড

ভিডিও লিংকঃ https://photos.app.goo.gl/JwsjxwBSVLDp8NYXA

উদ্ভাবনী উদ্যোগ ; ০৬

উদ্ভাবনের শিরোনাম; নিরাপদ সাইলো

(সাইলোতে দূর্ঘটনা নিরোধক ব্যবস্থাপনা ফরমের মাধ্যমে দায়িত্বরত ফোরম্যান/সুপারভাইজার অথবা দায়িত্বরত ব্যক্তির সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ)

সেবা গ্রহণকারী;
পয়েন্ট সুপারভাইজার, ফোরম্যান/সুপারভাইজার, শ্রমিক।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?

সাইলো অধীক্ষকের/রক্ষণ প্রকৌশলীর নির্দেশনায় টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধান করতে হয়, রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন: ওয়েল্ডিং, গ্রাইন্ডিং, শীট কাটিং, অতিরিক্ত উচ্চতায় কর্মসম্পাদনে সেফটি নীতিমালা না থাকায়, বিনা সেফটি ইক্যুইপমেন্টে কাজ সম্পন্ন করা হয়।

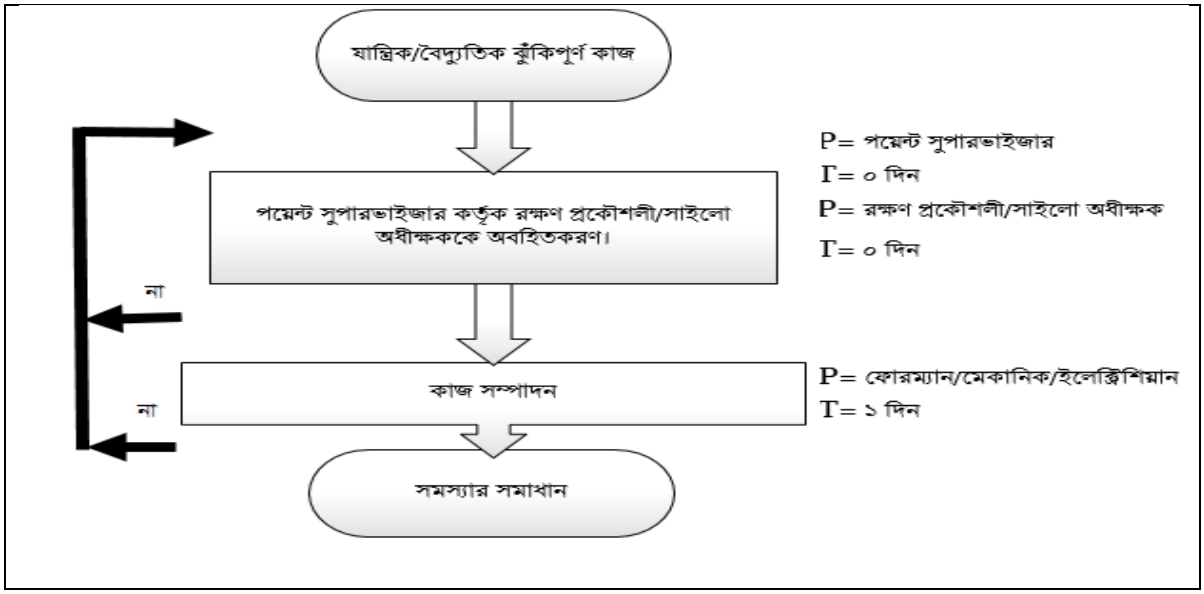

চিহ্নিত সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূলকারণ :

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহিতাদের ভোগান্তি
যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক ত্রুটি সমাধানে সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহার না করা	সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারে নির্দেশনা /ডকুমেন্টেশন না থাকা	শ্রমিক/সাইলো কমচারীরা যে কোন দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন ।
দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনে কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকা	বিনা সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন: ওয়েল্ডিং, গ্রাইন্ডিং, শীট কাটিং, অতিরিক্ত উচ্চতায় কর্মসম্পাদন করা ।	

সমস্যার ভুক্তভোগী কারা ?

শ্রমিক/সাইলো কর্মচারীরা/ফোরম্যান/মেকানিক/ইলেক্ট্রিশিয়ান

সমাধানের উপায়;

আইডিয়ার বিবরণ;

সাইলো অধীক্ষকের/রক্ষণ প্রকৌশলীর নির্দেশনায় টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধান করতে হয়, রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন: ওয়েল্ডিং, গ্রাইন্ডিং, শীট কাটিং, অতিরিক্ত উচ্চতায় কর্মসম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে , যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক ত্রুটি সমাধানে সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহার এ নির্দেশনা /ডকুমেন্টেশন না থাকায় দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা যায়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন: ওয়েল্ডিং, গ্রাইন্ডিং, শীট কাটিং, অতিরিক্ত উচ্চতায় কর্মসম্পাদনের পূর্বে সাইলো অধীক্ষকের অনুমতিক্রমে সকল ধরনের সেফটি ইক্যুপমেন্ট যেমন – সেফটি সু, সেফটি হেলমেট, গগোলস/সাদা চশমা, মাস্ক, ওয়েল্ডিং শিল্ড, হ্যান্ড গ্লোভস, সেফটি এপ্রোন, ফুল বডি বেল্ট, সেফটি বেল্ট, , গ্লাস, হারনিংস, ইতাদি পরিধান করে কাজ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট ফরম এ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বিবরন ও সেফটি ইক্যুইপমেন্ট কি ব্যবহৃত হবে তা লিপিবদ্ধ করে ,পরবর্তীতে কর্মকর্তার নির্দেশনায় কার্যক্রম শুরু করতে হবে ।

সমস্যা সমাধানে নতুনত্ব;

- একটি জব ফরম প্রস্তুত ও সেফটি সরঞ্জামাদি পরিধান পূর্বক ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম সম্পাদন ।
- সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারে নীতিমালা প্রণয়ন।
- সাইলোর বিভিন্ন যান্ত্রিক, বৈদুতিক ও অন্যান্য কর্মস্থলে ‘নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে’ অথবা ‘সেফটি ফার্স্ট” স্টিকার লাগাতে হবে ।
- চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যবাবদ প্রতি মাসে প্রতি কর্মচারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে ।

সরঞ্জামাদি;

সেফটি ইক্যুপমেন্ট যেমন – সেফটি সু, সেফটি হেলমেট, গগোলস/সাদা চশমা, মাস্ক, ওয়েল্ডিং শিল্ড, হ্যান্ড গ্লোভস, ফটোভোলটিক সোলার লাইট, সেফটি এপ্রোন, ফুল বডি বেল্ট, সেফটি বেল্ট, , গ্লাস, হারনিংস ইত্যাদি সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে হবে ।

গৃহিত উদ্যোগটি এসডিজি ২০৩০ এর কোন কোন GOAL এর সাথে সম্পৃক্ত?
GOAL-9, Industry, Innovation and Infrastructure

নতুন প্রসেস ম্যাপঃ

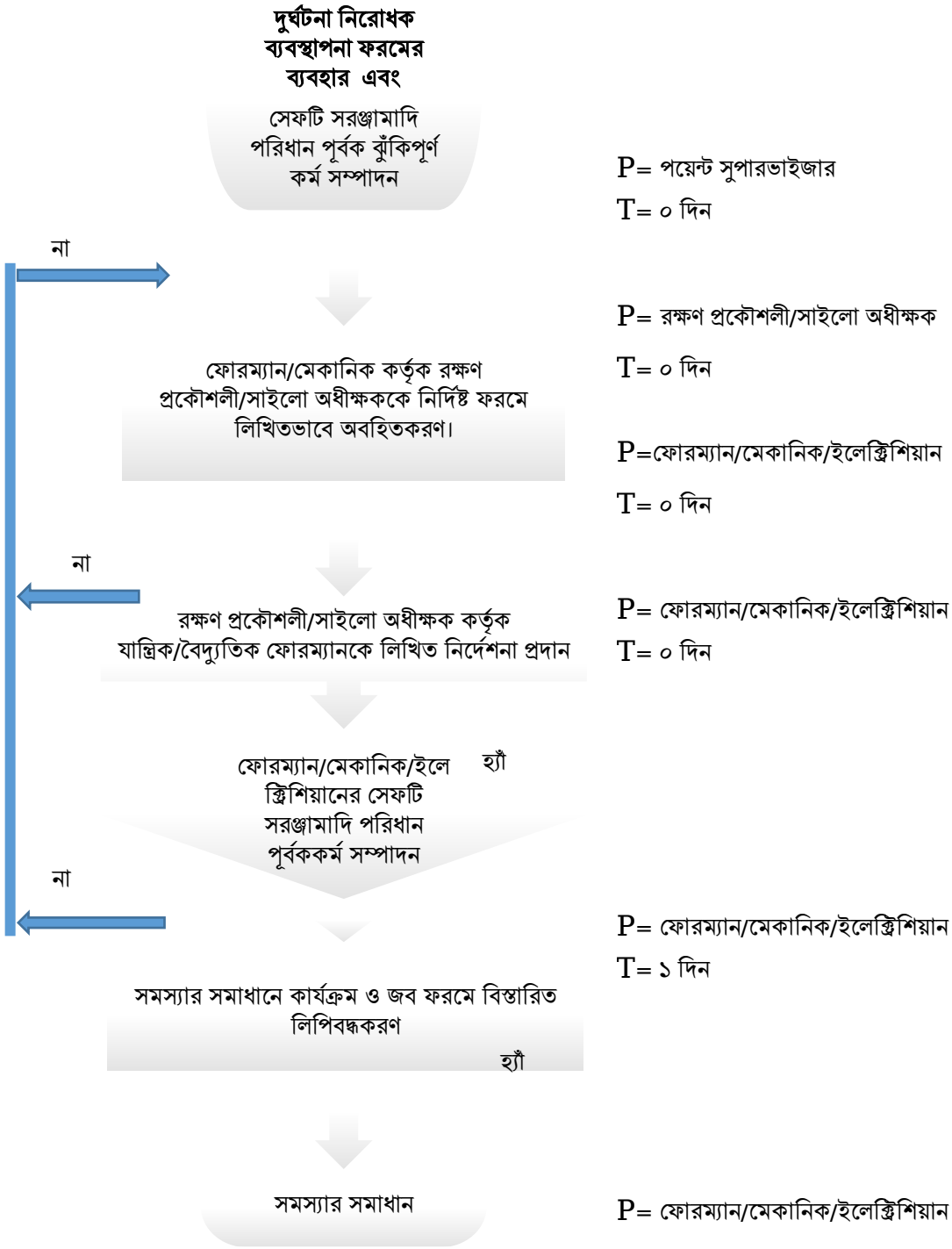

কার্যক্রমসমূহ:

- একটি জব ফরম প্রস্তুত ও সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারে নীতিমালা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সাইলো সমুহে প্রতিটি ঝুকিপূর্ন কাজের বিপরীতে কি কি সেফটি ইক্যুইপমেন্ট প্রয়োজন এর তালিকা প্রনয়ণ ।
- সাইলোর বিভিন্ন যান্ত্রিক, বৈদুতিক ও অন্যান্য কর্মস্থলে ‘নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে’ অথবা ‘সেফটি ফার্স্ট” স্টিকার লাগাতে হবে ।

- সাইলোর সংশ্লিষ্ট সকলকে নতুন ব্যবস্থা ও জব ফরম সম্পর্কে ISO Certified Institution এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

যে কোন ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন: ওয়েল্ডিং, গ্রাইন্ডিং, শীট কাটিং, অতিরিক্ত উচ্চতায় কর্মসম্পাদনের পূর্বে ফোরম্যান ও সাইলো অধীক্ষকের অনুমতিক্রমে সেফটি নিশ্চিতপূর্বক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

- এই ফরমটি ব্যবহারের মাধ্যমে সাইলোতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- পর্যাপ্ত কর্ম নিরাপত্তা এবং সুন্দর কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহে প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মাত্রা সমীক্ষণ এবং তদানুযায়ী সেফটি ইক্যুপমেন্ট এর তালিকা প্রনয়ণ ও সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারে নীতিমালা প্রণয়ণ সম্ভব হবে ।
- এমবিবিএস/বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে প্রতি মাসে দুই দিন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম;

টিম লিডার	সদস্য	সদস্য	সদস্য
খন্দকার সেরাজুস সালেকীন রক্ষণ প্রকৌশলী আশুগঞ্জ সাইলো	মোঃ নুরুজ্জামান সহকারী পরিচালক খাদ্য বিভাগীয় কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ, সায়েদাবাদ, ঢাকা।	রাজেশ দাশ গুপ্ত সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সাইলো	সাইফুল ইসলাম সহকারী ফোরম্যান আশুগঞ্জ সাইলো

আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম					
মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে?	Time		
			জানুয়ারী/১৯	ফেব্রুয়ারী/১৯	মার্চ/১৯
অবহিতকরণ	কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ও অনুমতি গ্রহণ	টিম লিডার			
গঠন	প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়নকারী দল গঠন ও পদ্ধতি পর্যালোচনা	টিমলিডার+ সদস্য			
প্রস্তুতকরণ	বিদ্যমান সাইলো সমুহের মধ্যে যে কোন দুইটি সাইলোতে গিয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি তালিকা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কাজের বিপরীতে সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারের তালিকা প্রণয়ন ।	টিমলিডার+ সদস্য			
প্রশিক্ষণ	ISO Certified Institution এর প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের বিপরীতে ঝুঁকি তালিকা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কাজের বিপরীতে সেফটি ইক্যুপমেন্ট ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান ।	Resource person			
ফরম চালুকরণ	জব ফরম চালু করা	টিমলিডার+ সদস্য			

পরীক্ষামূলক ব্যবহার	যে কোন তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা কাজের বিপরীতে সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারের তালিকা প্রণয়ন, ক্রয় এবং ব্যবহার চালুকরণ । তদানুযায়ী, ফরম ব্যবহার শুরু করা।	সাইলো অপারেশনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি			
স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ	প্রতি মাসে দুই দিন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।	সরকারী মেডিক্যালের সনদধারী যে কোন এমবিবিএস/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক			
যাচাই	আশুগঞ্জ সাইলোতে ভিসিটের মাধ্যমে সেফটি ইক্যুপমেন্ট ব্যবহার এবং ফরম ব্যবহার যাচাই ।	টিমলিডার+ সদস্য			
প্রতিবেদন	টিমলিডার ও অন্যান্য সদস্য কর্তৃক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল ।	টিমলিডার ও সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ			

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-৭

উদ্ভাবনের শিরোনাম; প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ ।

বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং: মোঃ মনিরুল হক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী অতিরিক্ত

দায়িত্বে- কলাপাড়া, পটুয়াখালী (বর্তমানে- বগুড়া সদর, বগুড়া)। মোবাইল নম্বর: ০১৭৪০৬১০০০৯, টেলিফোন: ০৫১-৬৫১১৭।

প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট ; বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের মানুষের প্রধান ফসল ধান ও গম। কৃষকরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধান ও গম উৎপাদন করে থাকে। কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য শুধু আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা মেটায় না; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ও মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্মে প্রকৃত কৃষক উৎপাদিত ধান/গম সরকারের নিকট বিক্রয় করতে পারেনা এবং ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। যে সব কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য আমরা প্রতিদিন ভক্ষণ করে থাকি, তারাই যদি অবহেলিত থাকে, উৎপাদিত খাদ্যশস্যে ন্যায্যমূল্য না পায়; তবে সেটি হবে আমাদের দেশের উন্নয়নের একটি বড় অন্তরায়। কলাপাড়া উপজেলাটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পর সংগ্রহ মৌসুমে ধান সংগ্রহের সময় প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ আইডিয়াটি বাস্তবায়নের ধারণা গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, এটুআই ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল আয়োজিত ০২/০৬/২০১৪ হতে ০৭/০৬/২০১৪ খ্রি: তারিখে বরিশাল সার্কিট হাউজে Workshop on Innovation in Public Service- এ অংশগ্রহণ করি । Workshop- এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ বরিশাল বিভাগে কিভাবে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করা যায় এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান সংগ্রহের বিষয় একটি মডেল উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২১/১২/২০১৪ খ্রি: হতে ২৪/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Workshop on

Innovation Project Design- এ অংশগ্রহণ করি । ২৪/১২/২০১৪ খ্রি: তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Innovation Team এর সম্মুখে প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ বিষয়ক একটি পাইলট প্রকল্প উপস্থাপন করি। ৩০/০৯/২০১৫ খ্রি: তারিখ পুনরায় বরিশাল বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেলে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সচিব, পরিকল্পনা সচিবসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপন করি। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫/১০/২০১৫ খ্রি: তারিখ মাননীয় মূখ্য সচিব মহোদয়ের সঞ্চালনায় ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে এই সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ বিরাট ভূমিকা পালন করে।

বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ; পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী, নীলগঞ্জ, ধানখালী, মহিপুর, চম্পাপুর ও লতাচাপলী ইউনিয়নের ৫১ জন প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান রোপনের সময় প্রকৃত কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক একাউন্টসহ ডাটাবেস তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে ডাটাবেস প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়। ডাটাবেসভূক্ত প্রকৃত কৃষক থেকে ধান সংগ্রহ পূর্বক ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়।

এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে ; কৃষকগণ তাদের সময় অপচয়, কাজে বিঘ্ন ঘটা ও যাতায়াত খরচ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য পেয়ে উচ্ছ্বসিত ও তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৮/২০১৫ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত আগস্ট/২০১৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পাইলট প্রকল্পটি সারা দেশে Replicate করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত এই প্রকল্পের আলোকে সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ০৫/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখের ৭১০ নং স্মারকে সংগ্রহ নীতিমালা সংশোধিত হয় এবং ২০১৭ সালের নীতিমালায় ধানের উৎপাদন বিবেচনা করে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও ডাটাবেসকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান/গম সংগ্রহ পূর্বক তাদের ব্যাংক একাউন্টে মূল্য পরিশোধের বিষয়টি সংযোজিত হয়। এই প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের সুবিধা রেখে ই-সার্ভিস প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

ছবি ; প্রকল্পটির জাতীয়/স্থানীয় স্বীকৃতি/পুরস্কারঃ পটুয়াখালী জেলার শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-৮

রেস্তোরাঁ সমূহে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে"নিরাপদ খাদ্য এলাকা তৈরি"

পাইলটিং এরিয়া; মতিঝিল, দিলখুশা, পল্টন, তোপখানা, গুলিস্তান এবং সচিবালয় এলাকা

প্রেক্ষাপট; নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো হোটেল রেস্টুরেন্ট সমূহের মান নির্ধারণ তথা গ্রেডিং পদ্ধতির সূচনা করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত গ্রেডিং পদ্ধতি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়ে রাজধানীর ৫৭টি হোটেল-রেস্তোরাঁকে গ্রেডিং পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ-প্লাস পেয়েছে ১৮টি এবং এ-গ্রেড পেয়েছে ৩৯টি। রাজধানীর ২০০টি হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে এই হোটেলগুলোকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ; খাবারের মান, রান্নার পরিবেশ, পণ্যের মান, পরিবেশনা, পরিবেশনকারীর ও অবকাঠামোগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ কিছু বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এই গ্রেডিং করা হয়েছে। মূলত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির ব্যবহার ও ইনোভেটিভ আইডিয়ার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে রেস্টুরেন্ট সমূহে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন সাধিত হবে।

ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ; খাবারের মান, বিশুদ্ধতা, পরিবেশ, ডেকোরেশন, মনিটরে রান্নাঘরের পরিবেশ দেখা যাওয়ার ব্যবস্থা ও খাদ্য স্থাপনায় কর্মরত কর্মীদের স্বাস্থ্য বিধান মানা সংক্রান্ত বিষয়ের ভিত্তিতে রেস্তোরাঁগুলোকে চার ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। মান নির্দেশক সূচকের বিচারে ৯০ নম্বরের বেশি স্কোর হলে সবুজ বর্ণের স্টিকার 'এ+', স্কোর ৮০ এর বেশি হলে নীল বর্ণের স্টিকার বা 'এ', ৫৫ থেকে ৭৯ পর্যন্ত

স্কোর হলে হলুদ বর্ণের ‘বি’ এবং ৪৫ থেকে ৫৫ স্কোর হলে কমলা বর্ণের ‘সি’ ক্যাটাগরি করা হয়েছে। ‘এ’ প্লাসের মানে হচ্ছে **রেঁস্তোরাটি** উত্তম, এ মানে ভালো। আর ‘বি’ মানে গড়পড়তা ভালো এবং ‘সি’ মানে গ্রেড পেন্ডিং।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার “পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা”। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মানসম্মত খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপদতা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা জরুরী বিধায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য অংশ হিসেবে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে এ কার্যক্রম দেশব্যাপী তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ভোক্তাগণ সরাসরি উপকৃত হবেন।

ছবি ; মাননীয় মন্ত্রী , খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক হোটেল রেস্তোরাঁয় গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন কর্মসূচির উদ্বোধন

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-০৯

লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদেরলাইসেন্স গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও বাস্তবায়ন

কীভাবেযাত্রাশুরু/ পটভূমি:

মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ শেষে ‘ লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স গ্রহনে উদ্বুদ্ধকরণ ও বাস্তবায়ন’ উদ্ভাবনী আইডিয়া শিরোনামে প্রকল্প ডিজাইন করি এবং এটি খাদ্য মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করি। অতঃপর সকলের মতামত ও সুপারিশের আলোকে অধিকতর সংশোধন পূর্বক নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করি। সরেজমিন জরিপ চালিয়ে ৮০জন খুচরা/পাইকারী ব্যবসায়ীকে ফুড গ্রেইন লাইসেন্স এর

আওতায় নিয়ে আসার জন্য কাজ শুরু করি। পাইলট প্রকল্প হিসেবে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার ৮০ জন মিলার এবং খুচরা/পাইকারী খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে গত ০১/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করি। শুরুতেই আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী পাইলটিং এর কার্যক্রম আরম্ভ করি। এরপর বিষয়টি জেলা প্রশাসক মহোদয়, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা ইনোভেশন অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চেম্বার অব কমার্স, আড়ৎদার, ব্যবসায়ী সমিতি ও উপজেলা চালকল মালিক সমিতিকে অবহিত করি।
কাজটি শুরু করার প্রথমদিকে যেটা চোখে পড়ে সেটি হলো লাইসেন্স নিতে হবে এ বিষয়ে লাইসেন্স গ্রহীতার অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাব, তথ্য সহজলভ্য না হওয়া, টিআই এস সার্টিফিকেট প্রদান, ট্রেড লাইনেন্স প্রদান, লাইসেন্স পেতে হয়রানী, যথাযথ তদারকির অভাব, লাইসেন্স ফি এর উপর ভ্যাট আরোপের বিধান থাকা, লাইসেন্স রিনিউ করার জন্য লাইসেন্সের মেয়াদ শেষে নির্দিষ্ট সময়ের বিধান না রাখা এবং জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স রিনিউ করার সুযোগ না থাকা ও লাইসেন্সের শর্তসমুহ যুগপোযোগী না থাকা। এসব চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুরু করি কিভাবে লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ও ব্যবসায়ীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলা যায়।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কল্যাণ বয়ে এনেছে;

নিম্নস্বাক্ষকারীর বর্তমান কর্মস্থল নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার শতভাগ মিল মালিক ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণের মাধ্যমে তাদেরকে লাইসেন্স এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করি। প্রাথমিকভাবে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ তালিকা সংগ্রহ করে লাইসেন্স গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণের পাশাপাশি মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো হয়। লাইসেন্স গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সরকার নির্ধারিত ফিস এর পরিমান, ফিস জমা প্রদানের কোড নম্বর জানিয়ে দেয়া হয়। এ সময় লাইন্সে প্রদান সহজ করার জন্য একটি প্রসেস ম্যাপ তৈরি করি। নতুন ম্যাপ অনুযায়ী ব্যবসায়ী লাইসেন্সের জন্য টাকা জমার চালানের কপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিলেই সাথে সাথে লাইসেন্স প্রস্তুত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যাসায়ীকে প্রদান করা হয়।

ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সরকারি যে সকল আইন কানুন রয়েছে তা ডিজিটাল ব্যানার ও ফেস্টুনে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও লাইসেন্স গ্রহনে উদ্বুদ্ধকরণে প্রচার প্রচারনার অংশ হিসেবে মাইকিংকরাসহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মোবাইল নম্বর সংবলিত বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। ব্যবসায়ীরা ফিস সরকারি কোষাগারে (চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায়) জমা দেয়ার পর চালানের কপি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়স্ত্রক বরাবর জমা দিলে জরুরী ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি। লাইসেন্স প্রস্তুত হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীর সেলফোনে এসএমএস প্রদান করে জানিয়ে দেয়া হয় আপনার লাইসেন্স প্রস্তুত । অফিস চলাকালীন যে কোন সময় লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবেন।

লাইসেন্স চুড়ান্ত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে যদি উপকারভোগী লাইসেন্স গ্রহণ না করতে আসেন তাহলে রেজিষ্টার ডাকযোগে/ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লাইসেন্স প্রদান করি। তাছাড়া উন্নয়ন মেলায়ও ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ব্যবায়ীকে লাইসেন্স দেয়া হয়। ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে, তারা ন্যূন্যতম হয়রানি ছাড়া খুব সহজে লাইসেন্স নিতে পারছেন। এ ভাবে ধীরে ধীরে ডোমারের সকল খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ফুডগ্রেইন লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন।প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরাও লাইসেন্স সহজীকরণের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন প্রবিবেদন তৈরি করে আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করায় প্রকল্পটি

সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। পাইলট প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহোদয়, জেলা প্রশাসক মহোদয়, ডোমার উপজেলা প্রশাসন এবং ইনোভেশন টিমের প্রতিটি সদস্যের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি।

উপকার ভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি;

শুরুতে উপকারভোগীরা যেখানে লাইসেন্সইনিতে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন সেখানে একটি সময় তারাই আবার লাইসেন্স নিতে আগ্রহী হয়েছেন। এর মূল কারণ লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ এবং ব্যবসায়ীর দরজায় গিয়ে লাইসেন্স পৌঁছে দেয়া। উপকারভোগীরা ঘরে বসে লাইসেন্স পেয়ে যারপরনাই খুশী। অনেক ব্যবসায়ী ধন্যবাদ দেয়ার জন্য আমার অফিসে ছুটে এসেছেন। ডোমার উপজেলার মেসার্স এসএম এন্টারপ্রাইজের সত্ত্বাধিকারী পাইকারী খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী মোঃ সফিয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,আগে লাইসেন্স নেয়ার বিষয়টি জানলেও আমরা হয়রানির ভয়ে অফিসে যেতাম না। অনেক পেপারসের কথা বলত। আমাদের অনেকেরই সকল পেপারস না থাকায় লাইসেন্স পেতাম না। বর্তমান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতা ও লাইসেন্স এর নিয়মকানুন সহজ করায় আমরা হয়রানি ছাড়াই লাইসেন্স পেয়েছি। তবে আমাদের ব্যবসায়ীদের একটি দাবি আছে। সেটি হলো লাইসেন্স ফি এর উপর যে ১৫% ভ্যাট দিতে হয় তা যেন তুলে দেয়া হয়। তাহলে আমার বিশ্বাস শতভাগ ব্যবসায়ী লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করবে। এতে সরকারও রাজস্ব পাবে এবং আমরাও লাইসেন্স নিতে আগ্রহী হব।

ডোমার উপজেলার বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের মেসার্স আখি ভ্যারাইটিসের সত্ত্বাধিকারী মোঃ নূরনবী বলেন, এতসহজে, অফিসে না গিয়ে খাদ্যশস্য লাইসেন্স পাব তা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। আমি চালান জমা দেয়ার একদিন পর আমার মোবাইলে এসএমএস আসে যে আপনার লাইসেন্স প্রস্তুত। আমি গিয়ে লাইসেন্স নিয়ে আসি। এভাবে লাইসেন্স পাওয়ায় আমি খুব খুশি।

প্রচারের জন্য প্রস্তুতকৃত ব্যানার

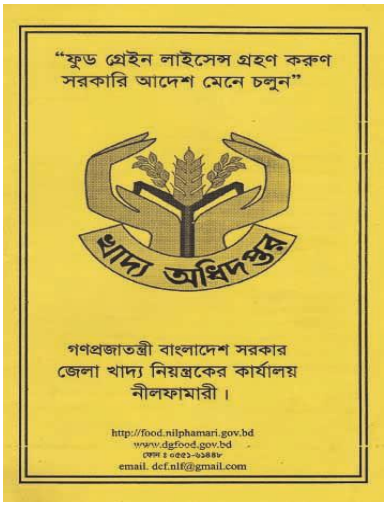

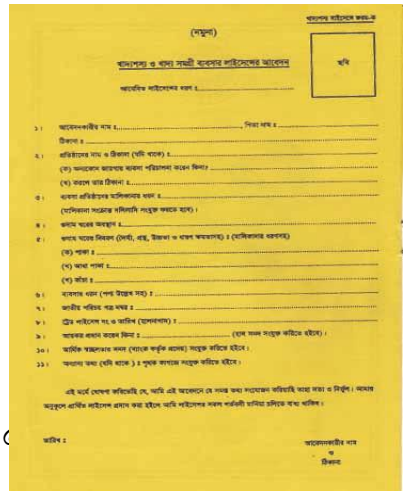

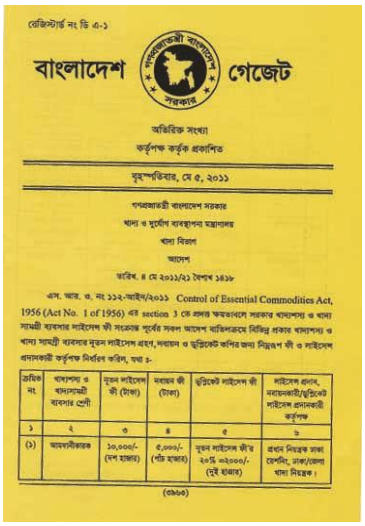

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৫, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ
আদেশ
তারিখ, ৪ মে ২০১১/২১ বৈশাখ ১৪১৮

এস. আর. ও. নং ১১২-আইন/২০১১ Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act No. 1 of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার খাদ্যশস্য ও খাদ্য সামগ্রী ব্যবসার লাইসেন্স ফী সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিলক্রমে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য ও খাদ্য সামগ্রী ব্যবসার নূতন লাইসেন্স গ্রহণ, নবায়ন ও ডুপ্লিকেট কপির জন্য নিম্নরূপ ফী ও লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিল, যথা ঃ-

ক্রমিক নং	খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার শ্রেণী	নূতন লাইসেন্স ফী (টাকা)	নবায়ন ফী (টাকা)	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফী	লাইসেন্স প্রদান, নবায়নকারী/ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
(১)	আমদানীকারক	১০,০০০/- (দশ হাজার)	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% =২০০০/- (দুই হাজার)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

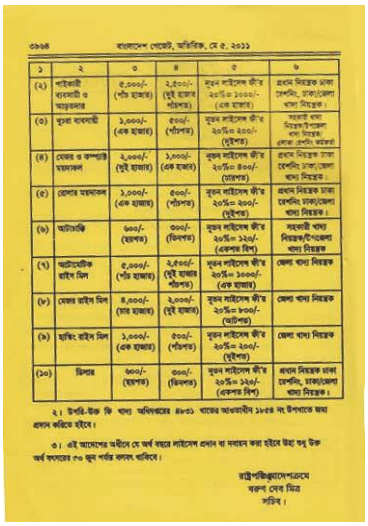

(৩৯৮৩)

৩৯৮৪ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মে ৫, ২০১১

১	২	৩	৪	৫	৬
(২)	পাইকারী ব্যবসায়ী ও আড়তদার	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ১০০০/- (এক হাজার)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
(৩)	খুচরা ব্যবসায়ী	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ২০০/- (দুইশত)	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ রেশন [illegible]
(৪)	মেজর ও কম্প্যাক্ট ময়দাকল	২,০০০/- (দুই হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ৪০০/- (চারশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
(৫)	রোলার ময়দাকল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ২০০/- (দুইশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
(৬)	আটাচাক্কি	৬০০/- (ছয়শত)	৩০০/- (তিনশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ১২০/- (একশত বিশ)	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৭)	অটোমেটিক রাইস মিল	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ১০০০/- (এক হাজার)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৮)	মেজর রাইস মিল	৪,০০০/- (চার হাজার)	২,০০০/- (দুই হাজার)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ৮০০/- (আটশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৯)	হাস্কিং রাইস মিল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ২০০/- (দুইশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(১০)	ডিলার	৬০০/- (ছয়শত)	৩০০/- (তিনশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০%= ১২০/- (একশত বিশ)	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

২। উপরি-উক্ত ফি খাদ্য অধিদপ্তরের ৪৮৩১ খাতের আওতাধীন ১৮৫৪ নং উপখাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৩। এই আদেশের অধীনে যে অর্থ বছরে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করা হইবে উহা শুধু উক্ত অর্থ বৎসরের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

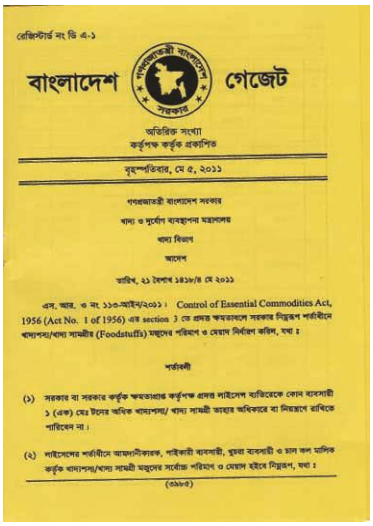

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
বরুণ দেব মিত্র
সচিব।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৫, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ
আদেশ
তারিখ, ২১ বৈশাখ ১৪১৮/৪ মে ২০১১

এস. আর. ও নং ১১৩-আইন/২০১১। Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act No. 1 of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ শর্তাধীনে খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রীর (Foodstuffs) মজুদের পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারণ করিল, যথা ঃ

শর্তাবলী

(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যবসায়ী ১ (এক) মেঃ টনের অধিক খাদ্যশস্য/ খাদ্য সামগ্রী তাহার অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সের শর্তাধীনে আমদানীকারক, পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচরা ব্যবসায়ী ও চাল কল মালিক কর্তৃক খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী মজুদের সর্বোচ্চ পরিমাণ ও মেয়াদ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ

(৩৯৮৫)

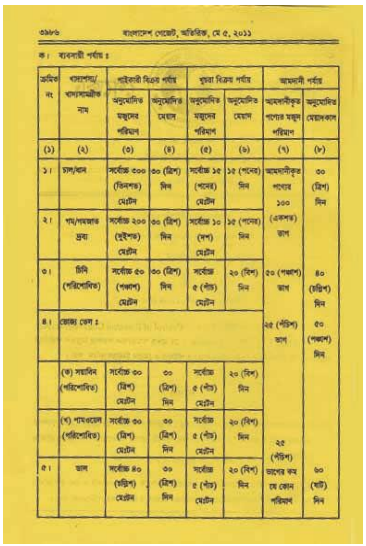

৩৯৮৬ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মে ৫, ২০১১

ক। ব্যবসায়ী পর্যায় ঃ

ক্রমিক নং	খাদ্যশস্য/ খাদ্যসামগ্রীর নাম	পাইকারী বিক্রয় পর্যায়		খুচরা বিক্রয় পর্যায়		আমদানী পর্যায়	
		অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	আমদানীকৃত পণ্যের মজুদ পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	চাল/ধান	সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) মেঃটন	১৫ (পনের) দিন	আমদানীকৃত পণ্যের ১০০ (একশত) ভাগ	৩০ (ত্রিশ) দিন
২।	গম/গমজাত দ্রব্য	সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ১০ (দশ) মেঃটন	১৫ (পনের) দিন		
৩।	চিনি (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃটন	২০ (বিশ) দিন	৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ	৪০ (চল্লিশ) দিন
৪।	ভোজ্য তেল ঃ					২৫ (পঁচিশ) ভাগ	৫০ (পঞ্চাশ) দিন
	(ক) সয়াবিন (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃটন	২০ (বিশ) দিন		
	(খ) পামওয়েল (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃটন	২০ (বিশ) দিন		
৫।	ডাল	সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃটন	২০ (বিশ) দিন	২৫ (পঁচিশ) ভাগের কম যে কোন পরিমাণ	৬০ (ষাট) দিন

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মে ৫, ২০১১ ৩৯৮৭

খ। চালকল মালিক পর্যায় ঃ

ক্রমিক নং	খাদ্যসামগ্রীর নাম	চালকলের ধরণ: অটোমেটিক		মেজর		হাসকিং	
		অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	ধান	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ৫ (পাঁচ) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ৫ (পাঁচ) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ৫ (পাঁচ) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন
২।	চাল	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	১৫ (পনের) দিন	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	১৫ (পনের) দিন	সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) মেঃটন	১৫ (পনের) দিন

গ। আটা/ ময়দাকল পর্যায় ঃ

ক্রমিক নং	খাদ্যসামগ্রীর নাম	আটা/ময়দাকলের ধরন: মেজর ও কমপ্যাক্ট আটা/ ময়দাকল		রোলার আটা/ ময়দাকল		আটাচাক্কি	
		অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	গম	মাসিক পেষণ ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	১৫ (পনের) দিন
২।	আটা/ময়দা গমজাত দ্রব্য	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	১৫ (পনের) দিন

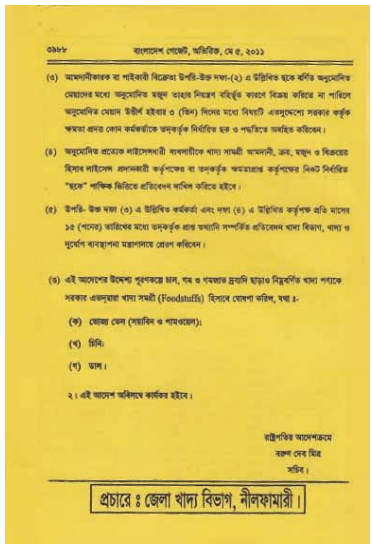

৩৯৮৮ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মে ৫, ২০১১

(৩) আমদানীকারক বা পাইকারী বিক্রেতা উপরি-উক্ত দফা-(২) এ উল্লিখিত ছকে বর্ণিত অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে অনুমোদিত মজুদ তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিক্রয় করিতে না পারিলে অনুমোদিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিষয়টি এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাকে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত ছক ও পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন।

(৪) অনুমোদিত প্রত্যেক লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীকে খাদ্য সামগ্রী আমদানী, ক্রয়, মজুদ ও বিক্রয়ের হিসাব লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত "ছকে" পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপরি- উক্ত দফা (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা এবং দফা (৪) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৬) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চাল, গম ও গমজাত দ্রব্যাদি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত খাদ্য পণ্যকে সরকার এতদ্দ্বারা খাদ্য সামগ্রী (Foodstuffs) হিসাবে ঘোষণা করিল, যথা ঃ-

(ক) ভোজ্য তেল (সয়াবিন ও পামওয়েল);
(খ) চিনি;
(গ) ডাল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
বরুণ দেব মিত্র
সচিব।

প্রচারে ঃ জেলা খাদ্য বিভাগ, নীলফামারী।

আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের চিত্র:

ছবি; সহজেই ফুডগ্রেইন লাইসেন্স পেয়ে বেজায় খুশী ডোমারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

ছবি; উন্নয়ন মেলায় (২০১৭ ও ২০১৮) ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের ফুডগ্রেইন লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নটিম:

	সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা
১.	কাজীসাইফুদ্দিন, জেলাখাদ্যনিয়ন্ত্রক, নীলফামারী।
২.	মোঃ মোফাচ্ছেল হোসেন, উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক, ডোমার, নীলফামারী।
৩.	মোঃ রাশেদুল ইসলাম খন্দকার, খাদ্য পরিদর্শক ডোমার, নীলফামারী।
৪.	মোঃ সাইফুননবী, উপ-খাদ্যপরিদর্শক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নীলফামারী।
৫.	মোঃ শমশের আলী প্রধান, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নীলফামারী।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ-১০

উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম; এসিআর ডিজিটালাইজেশন।

সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

১. যথাসময়ে ACR অনুস্বাক্ষর বা প্রতি স্বাক্ষর না হওয়া।
২. ACR এর অবস্থান সম্পর্কে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার অজ্ঞতা।
৩. ACR যে কোন পর্যায়ে নষ্ট অথবা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।
৪. সংরক্ষনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ACR গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিকট তথ্যের অভাব।
৫. ACR সংশ্লিষ্ট তথ্যের অভাবে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার পদোন্নতি বা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তিতে বঞ্চনা।

সমাধান;

ক) সমাধান প্রক্রিয়ার বিবরণঃ

Online based ১টি Software তৈরি করা হবে, যেখানে বিদ্যমান ACR form এর সবগুলো field সন্নিবেশিত করা হবে।

খ) বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ

- অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক ডাক্তারের প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে অনুস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট ACR দাখিল।
- অনুস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুস্বাক্ষর পূর্বক প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট ACR প্রেরণ।
- প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ACR প্রেরণ।
- ACR- এ বিরুপ মন্তব্য থাকলে সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুবেদনাধীন কর্মকর্তাকে বিরুপ মন্তব্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব, প্রাপ্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে বিরুপ মন্তব্য অপনোদন বা সন্তোষজনক না হলে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার ডোশিয়ারে বিষয়টি লিপিবদ্ধকরণ।

গ) প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপঃ

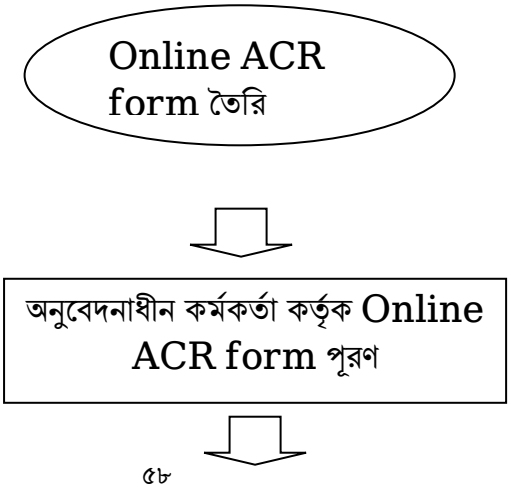

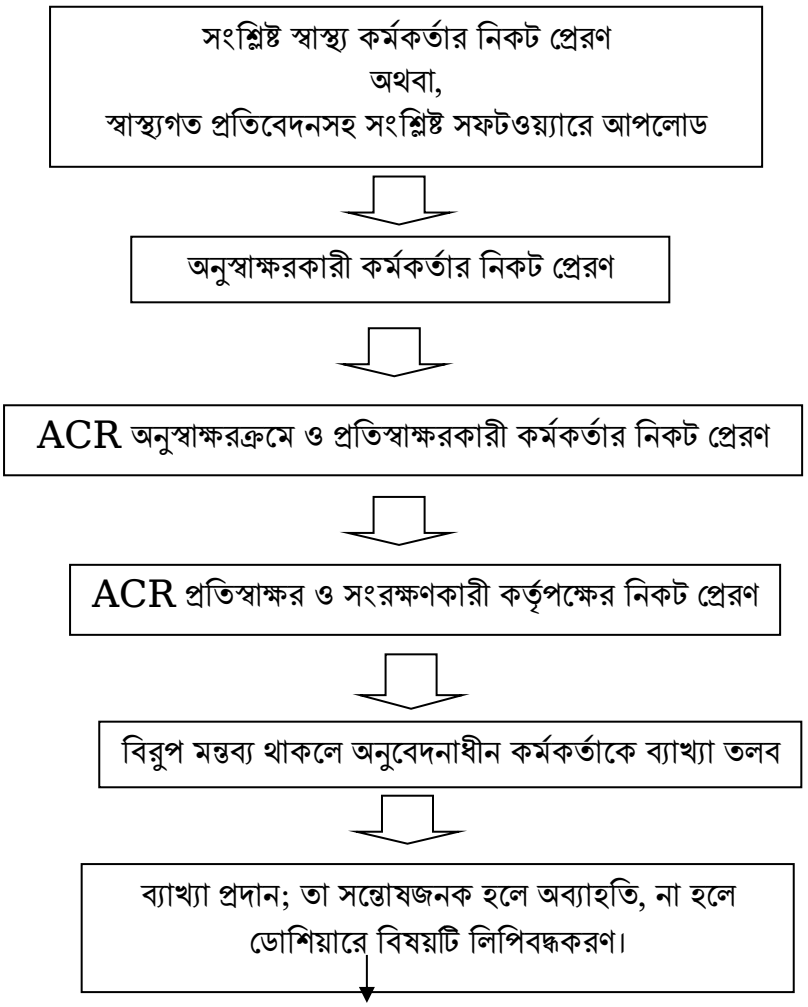

কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) উপকারভোগীর সামাজিক অবস্থা এবং সংখ্যা
খ) টিসিভি;

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩/৪ মাস	-	২বা ততোধিক বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২১ দিন	-	-
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২/৩ মাস	-	১ বার বা নাও লাগতে পারে

অন্যান্য সুবিধা; সেবা গ্রহীতার মানসিক স্বস্তি, পদোন্নতি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা এবং সংস্থাপন বিষয়াদির দ্রুত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন ।

পাইলটের স্থান; খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাস্তবায়ন কাল; ০১ (এক) বছর।

টিমসদস্য;

টিম লিডার	সদস্য-সচিব	সদস্য	সদস্য
আহমেদ ফয়সল ইমাম উপসচিব	মোঃ মোবারক হোসেন প্রোগ্রামার	জনাব মো: ইসমাইল মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা	মোঃ মেহেদী হাসান সোহাগ গবেষণা কর্মকর্তা

প্রয়োজনীয় রিসোর্সঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	বিদ্যমান	প্রয়োজন নাই	
বস্তুগত	সফট্ওয়্যার	০৫-০৮ লক্ষ টাকা	মন্ত্রণালয় ও ভেন্ডর
অন্যান্য	প্রশিক্ষণ	০২ লক্ষ টাকা	ভেন্ডর ও আইসিটি সেল
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		০৭-১০ লক্ষ টাকা	

৯। কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	একটিভিটি	কে করবে?	Time											
			ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর
১।	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	টিম	ডিসেম্বর-২০১৮											
২।	সফট্ওয়্যার স্পেসিফিকেশন	টিম		জানুয়ারী-২০১৯										
৩।	দরপত্র আহবান	মন্ত্রণালয়			ফ্রেব্রুয়ারি-২০১৯									
৪।	কার্যাদেশ প্রদান	ঐ				মার্চ-২০১৯								
৫।	খসড়া সফট্ওয়্যার প্রাপ্তি	টিম					এপ্রিল- জুন ২০১৯							
৬।	ট্রায়াল এন্ড এরর	ঐ								জুলাই- আগস্ট-১৯				
৭।	প্রশিক্ষণ	মন্ত্রণালয় ও টিম										সেপ্টেম্বর-১৯		
৮।	পাইলটিং												অক্টোবর- নভেম্বর/২০১৯	

মোঃ মোবারক হোসেন
প্রোগ্রামার
সদস্য সচিব

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ;

১. ই-গুদাম- ম্যানুয়াল পদ্ধিততে খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য প্রবেশ,সংরক্ষণ ও বাহিরের অনুমোদন
২. ফিংগার প্রিন্ট টেকনোলজি চালুকরন- এ খাদ্যশস্য বিতরণ
৩. শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য-ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করা অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অসম্ভব । তাই খাদ্যের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য ।
৪. টোল ফি (টেলিফোন নাম্বার) চালুকরন-খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য সংরক্ষণ, নিরাপদ বিষয়ে অবহিতকরনসহ সচেতনতা বৃদ্ধি ।

খাদ্য অধিদপ্তরের ভবিষ্যত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ;

ক্রঃ নং	সেবার নাম	শিরোনাম
০১.	খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচীর বিতরণ ব্যবস্থাপনা	“দৈনিক কাজ যেখানে, ওএমএস কেন্দ্র সেখানে”
০২.	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	“উপকার ভোগীদের ফোরামে, অভিযোগ নিস্পত্তি হবে গেরামে”
০৩.	পাইকারী লাইসেন্স প্রদান	“অনলাইনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রাপ্তি”
০৪.	TR, GR, FFW এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিলি বিতরণ	“অনলাইনের প্রকল্প চাই ,খাদ্যশস্যের নিশ্চয়তা পাই”
০৫.	দৈব চয়নের মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান/গম সংগ্রহ	“প্রকৃত কৃষক নির্বাচন করি, হয়রানীমুক্ত সংগ্রহ করি”
০৬.	মিল থেকে চাল সংগ্রহ	“এসএমএস-এ তথ্য পাঠাই, মিলের চাল সহজে পাই”
০৭.	খাদ্যশস্য বিলি বিতরণ ব্যবস্থা	“সহজে বিলি আদেশ পাই, সময় খরচ দুই-ই বাচাই”
০৮.	খাদ্যবান্ধব কার্ডে কভার সংযোজন	সুরক্ষিত খাদ্যবান্ধব কার্ড।
০৯.	চাল সংগ্রহের চুক্তি সম্পাদন	উপজেলা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি, সময় ও অর্থ সাশ্রয় করি।
১০.	পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	পুষ্টিসমৃদ্ধ জাতি চাই, পুষ্টির কোন বিকল্প নাই।
১১.	ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে পন্য প্রেরণ/প্রাপ্তি	মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য পরিবহন, সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদান।
১২.	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীতে চাল বিতরণ	ভোক্তাদের দোরদোড়ায়, চাল পৌছেঁ দেয়া।
১৩.	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর উপকারভোগী যাচাই ও ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি।
১৪.	বেসরকারী খাদ্যশস্যের মজুদের তথ্য সংগ্রহ	বেসরকারী খাদ্যশস্য মজুদের সঠিক তথ্য নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ;

১. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ।
২. খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্য কর্মীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ।
৩. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল তৈরী।
৪. খাদ্যপণ্য বিক্রয়কেন্দ্রে তাপমাত্রা ডাটালগার ও ইলেকট্রনিক মনিটর স্থাপনের মাধ্যমে কুলিং-চেইন এর তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ।
৫. প্রাণিখাদ্যে মিট এন্ড বোন মিল (এমবিএম) এর বিকল্প হিসেবে ফিসমিল ও উদ্ভিদ আমিষের ব্যবহার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ওয়েবসাইট: www.mofood.gov.bd
ই-মেইল: info@mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৫.৩১.০০৪.১০-৫২

তারিখঃ ০৪.০৬.২০১৩ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নিম্নরূপভাবে এ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টীম গঠন করা হলোঃ

১। অতিরিক্ত সচিব	চীফ ইনোভেশন অফিসার
২। উপসচিব (সমন্বয় ও সংসদ)	সদস্য
৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১)	সদস্য
৪। সহকারী প্রোগ্রামার	সদস্য

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;

(২) এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বৎসরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৩) প্রতিমাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

(৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(৫) প্রতি বৎসর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন পণয়ন, উহা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৪/৬/১৩
(মোঃ মোবারক হোসেন)
সহকারী প্রোগ্রামার
ফোনঃ ৯৫৪০১১৮
ই-মেইলঃ programmer@mofood.gov.bd

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২। উপসচিব (সমন্বয় ও সংসদ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৩। বেগম সাবিহা পারভীন, উপসচিব, কম্পিউটার সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। সহকারী প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টীম

জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশের আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নিম্নরূপ ইনোভেশন টীম গঠন করা হয়েছেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব	-চীফ ইনোভেশন অফিসার
২। উপসচিব (সমন্বয় ও সংসদ)	-সদস্য
৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান	-সদস্য
৪। সহকারী প্রোগ্রামার	-সদস্য

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত কমিটির কার্যপরিধির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- স্ব-স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান ও কাজের প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন
- বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ, অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা।
- বিভিন্ন পর্যায়ের ইনোভেশন টীমের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয়।

সচিব মহোদয়ের অধীনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উইংসমূহ এবং উইং এর অধীনে অধিশাখা/শাখাসমূহ কার্য সম্পাদন করে থাকে। দীর্ঘ পরিক্রমায় এ মন্ত্রণালয়ে সেবা প্রদান ও অভ্যন্তরীণ কর্ম-প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস। এ ধারাবাহিকতার আরো উৎকর্ষ সাধন করা যেতে পারে।

মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সকল অধিশাখা/শাখায় আইসিটি সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রায় সকল কর্মকর্তার জন্য ডোমেইন ভিত্তিক e-mail account খোলা হয়েছে। আইসিটি সরঞ্জমাদি সচল রাখার জন্য আইসিটি শাখাকে সদা তৎপর থাকতে হয়।

কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইসিটি'র সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং কাজের গুনগতমানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর উপর উপস্থিত সকলের গঠনমূলক মতামত ও উদ্ভাবণীমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

১. স্ব-স্ব শাখায় কাজের গুণগত উৎকর্ষ সাধনে সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান
২. আইসিটি সরঞ্জমাদি ও Technology'র সর্বোচ্চ ব্যবহারে সমস্যা ও সমাধানের উপায়
৩. কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে আইসিটি প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করণ
৪. আইসিটি প্রয়োগের সক্ষমতা ও কাঙ্খিত প্রশিক্ষণ চিহ্নিতকরণ
৫. সম্পাদিত কাজের তথ্যাবলী নিজ নিজ তথ্যভান্ডারে (আইসিটি) সংরক্ষণ ও ব্যবহার
৬. e-file management এর ব্যবহার ও প্রয়োগ
৭. অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব

উপরোক্ত বিষয়ে সকলের মতামত পাওয়া গেলে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে মর্মে আশা করা যায়।

২০১৩ সালের ইনোভেশন কার্যক্রমের প্রতিবেদনঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৬/১৩ তারিখের ৫৩ নং পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০/০৫/১৩ তারিখের ২৭ নং পত্র ও ০৮/০৪/১৩ তারিখের ১৮ নং প্রজ্ঞাপনের মর্মার্থ অনুযায়ী ০৫/০৬/১৩ তারিখের খাদ্য অধিদপ্তরের ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইনোভেশন কাজের অংশ হিসেবে ইতোপূর্বে খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজিকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। Asian Development Bank (ADB) এর আর্থিক সহায়তায় টাংগাইল জেলার সকল উপজেলা অফিস এবং এল,এস,ডিসমূহকে Virtual Private Network (VPN) এর আওতায় নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I কর্তৃক ০২ (দুই) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি উক্ত পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত পরীক্ষামূলক কার্যক্রমকে সম্প্রসারন করে দেশব্যাপী খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়কে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনয়নের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয় এবং World Bank এর আর্থিক সহায়তায় Modern Food Storage Facilities Project এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত প্রকল্পটি গত ১১/০৩/২০১৪ তারিখে ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

Modern Food Storage Facilities Project এর আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ-

১। খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন।

২। সকল কার্যালয়ের মধ্যে Network স্থাপন।

৩। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা।

৪। খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে Software -এ রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা।

৫। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

শেখ জাকির হোসেন
পরিচালক
পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Prime Minister's Office
Access to Information (a2i) Programme

সচিবের দপ্তর
খাদ্য মন্ত্রণালয়

আধা-সরকারি পত্র নং-০৩.৮০৬.০০৪.০০.০০.০৪৪.২০১৪(অংশ)-৩২৯

বিষয়ঃ <u>নেস বাস্তবায়ন, ইনোভেশন প্রশিক্ষণ, ইনোভেশন ফান্ড কার্যকর করণ এবং ই-সেবা কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শন।</u>

প্রিয় সচিব,

আপনি অবহিত আছেন যে, বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) প্রকল্প কম খরচে, স্বল্প সময়ে এবং বিনা ভোগান্তিতে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৫ হাজার এরও বেশি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনভিত্তিক তথ্য ও সেবা কেন্দ্র বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ২৫,০০০ ওয়েবসাইট সংবলিত পোর্টাল, এবং ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম বা নেস স্থাপন।

২। **<u>নেস বাস্তবায়নঃ</u>** সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে নেস চালু হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে নেস বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর পূর্বশর্ত হিসাবে আপনার দপ্তরে ক) উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ (ন্যূনতম ৪ এমবিপিএস), খ) প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সংগ্রহ ও সকল কম্পিউটার LAN-এর আওতায় আনয়ন, গ) প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে মাননীয় মন্ত্রী পর্যন্ত সকলের কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা, এবং ঘ) ১-২ জন কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয়ের কারিগরি সেবাডেস্ক -এর দায়িত্ব অর্পণ নিশ্চিত করতে অনুরোধ করছি। প্রাথমিকভাবে একটি শাখায় নেস কার্যক্রম শুরু করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে পর্যায়ক্রমে পুরো মন্ত্রণালয়ে এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থাতে তা সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ৩-৫ জন কর্মকর্তাকে এটুআই থেকে নেস -এর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৩। **<u>ইনোভেশন টিমঃ</u>** সরকারি সেবাকে আরও জনমুখী করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রণীত ইনোভেশন টিম প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করে সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলায় ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। এটুআই কর্তৃক ইতোমধ্যে মন্ত্রণালায়, দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের সকল ইনোভেশন টিমের প্রাথমিক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন মে ২০১৪ থেকে শুরু হবে। প্রশিক্ষণে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের কাজে আপনার সহায়তা আবশ্যক।

৪। **<u>ইনোভেশন ফান্ডঃ</u>** সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সৃজনশীল এবং সেবামুখী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য এটুআই প্রকল্পে ইনোভেশন ফান্ড থেকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ আবেদন সেবাকে জনমুখী করার চেয়ে দপ্তরের অভ্যন্তরীণ অটোমেশনে বেশি জোর দিচ্ছে। আপনার মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সেবাকে আরও জনমুখী করার বিষয়ে এবং তা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে প্রদান করার সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণে এটুআই প্রকল্পের সহায়তা পেতে প্রকল্প পরিচালককে জানাতে পারেন।

৫। **<u>নাগরিক তথ্যঃ</u>** সরকারের বিভিন্ন দপ্তরসমূহ নাগরিকগণের তথ্যভান্ডার বিভিন্ন কাঠামোয় তৈরি ও সংরক্ষণ করার ফলে সরকারের ভেতরে প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ারিং ব্যাহত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল দ্বৈততা সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে আপনার মন্ত্রণালয়ে এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থায় নাগরিকগণের তথ্যভান্ডার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রণীত নাগরিকের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো (Citizen Core Data Structure, CCDS - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য) অনুসরণ করে তৈরি এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। **<u>মাঠ পরিদর্শনঃ</u>** আপনি এবং আপনার অধস্তন কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক কার্যোপলক্ষে মাঠ পর্যায়ের দপ্তর/উদ্যোগসমূহ পরিদর্শনকালে এটুআই প্রকল্পের উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যেমন উৎসাহিত হবেন তেমনি গৃহীত কার্যক্রমসমূহেও গতিশীলতার সঞ্চার হবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিদর্শন কেন্দ্রের একটি তালিকা ও একটি নির্দেশিকা এটুআই প্রকল্প হতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

৭। বর্ণিতাবস্থায়, আপনার মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ সরকারের জনকল্যাণমুখী এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে নিশ্চিত।

একান্তভাবে আপনার,

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
সিনিয়র সচিব

বেগম মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন

ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭১.০১৮.০৩.০০.০০২.২০১৪-২১৪(৫)/৪

তারিখ ১৬ ভদ্র ১৪২১ / ৩১ আগস্ট ২০১৪

বিষয় ঃ <u>ইনোভেশন সেল (খাদ্য মন্ত্রণালয়) গঠন</u>।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন নতুন ধারণা উদ্ভাবন, বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং নতুন ইস্যুর বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সার্বক্ষণিক অবহিত রাখার লক্ষ্যে নিম্নলিখিতভাবে ইনোভেশন সেল গঠন করা হলোঃ

১।	মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	আহ্বায়ক
২।	অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩।	সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪।	সহকারী প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫।	পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য-সচিব

০২। <u>ইনোভেশন সেল এর কার্যপরিধিঃ</u>

ক) প্রতি মাসে অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে;
খ) মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন;
গ) মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমস্যা (চ্যালেঞ্জ) মোকাবিলা/করণীয় সম্পর্কে ধারণা পত্র প্রস্তুত এবং উপস্থাপন;
ঘ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)
পরিচালক
ফোনঃ ৯১৩৬৭৫০
মেইলঃ dir4@pmo.gov.bd

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ</u>

১। মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৪। সহকারী প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

<u>অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ</u>

১. পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মপদ্ধতি সহজিকরণে সৃজনশীল কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করতঃ তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে ইনোভেশন টিমের আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সুপারিশনামাঃ

চসসা বিভাগ

১। পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে দ্রুত ও সহজ উপায়ে ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

২। চলাচল সূচী দ্রুত ঠিকাদারের নিকট প্রেরণের জন্য e-mail এর ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে Mobile Apps এর ব্যবহার করা যায় কি'না সে বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩। সরকারি খাদ্য শস্য পরিবহনে সাশ্রয়ী পরিবহন মাধ্যম ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে। রেল, নৌ ও সড়ক পথকে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং ঝুঁকি এড়িয়ে খাদ্য শস্য পরিবহনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য সরকারি পরিবহন হিসেবে রেল সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

৪। সরকারী খাদ্য শস্য পরিবহনে রেল বিভাগের ওয়াগন, লোকোমটিভ, Hopper ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫। যে সকল খাদ্য গুদামে রেল পথের সংযোগ রয়েছে সেখানে দীর্ঘদিন রেলপথ সংস্কার না করায় ক্রমেই ব্যবহার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ছে। এ সকল রেলপথ জরুরীভিত্তিতে সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করণ।

৬। খাদ্য শস্য পরিবহনে রেল বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট রেল বিভাগের বাজেট বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৭। পরিবহন খরচ হ্রাস ও সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট বিভাগে আধুনিক রাইস মিল প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক মজুদ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যেতে পারে। সেইসাথে সিলেটে আধুনিক রাইচ মিল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী সংযোগিতা প্রদানও প্রয়োজন।

সংগ্রহ বিভাগ

১। উন্নত চাল প্রস্তুতে আধুনিক ও উন্নত কারিগরী প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যে অটোমেটিক চাল কল প্রতিষ্ঠায় সরকারি প্রণোদনা প্রয়োজন। তাহলে প্রচলিত হাস্কিং মিলে চাল প্রস্তুতে যে অপচয় হয় তা রোধ করা সম্ভব।

২। সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ টাকা প্রদানের পরিবর্তে মিলের হিসাবে টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যাতে করে প্রকৃত মিলার হতে চাল সংগ্রহ করা যায় এবং কোনরূপ ব্যাত্যয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

৩। যে সকল জেলার খাদ্য গুদামে অধিক সংগ্রহ হয় সেখানে সংগ্রহকালীন সময়ে শ্রমিক সংকট দেখা দেয়। বিশেষকরে সংগ্রহ মৌসুমে বিপুল পরিমান সংগৃহীত চাল অন্যত্র প্রেরণে খাদ্য বিভাগের শ্রম ঠিকাদার কর্তৃক খামাল হতে বস্তা ট্রাকে উঠা ও নামানোর কাজ করতে হয়; যা দূরুহ, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। তাই লোডিং এবং আনলোডিং এবং ওজন প্রক্রিয়ায় গুদামে ওয়েব্রীজ ও Fork Lifter ব্যবহার করে এসকল সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যা দীর্ঘমেয়াদে Cost Effective হবে বলে আশা করা যায়।

৪। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহে চালকল মালিক ও কৃষকদের ডাটাবেজ তৈরী করে যুগোপযোগী পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিমের ''নিরাপদ পথ খাবার চালু'' উদ্ভাবনী উদ্যোগটির বাস্তবায়নোত্তর অগ্রগতির প্রতিবেদন

পরিদর্শনের মাস: অক্টোবর, ২০১৮

ক্রমিক নং	বিক্রেতাদের নাম	বিক্রয়ের স্থান	বিক্রিত খাবারের নাম	ব্যবহৃত পানির ব্যবস্থা	ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির পরিষ্কারের ব্যবস্থা	বিক্রেতার পোষাক	উচ্ছিষ্টাংশ রাখার ব্যবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	মোঃ আব্দুল খালেক	সচিবালয় লিংক রোড	পাকা পেপে, আনারস	জারের পানি ফিল্টার করে ব্যবহার করছেন (পিউর ইট)	জারের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে	এ্যাপ্রোন, ক্যাপ, মাস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে	ডাস্টবিন ব্যবহার করা হচ্ছে	* সকল খাদ্য নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় করছেন * পূর্বের তুলনায় বিক্রয় বেড়েছে।
২	মোঃ বাদশা মিয়া	গুলিস্থান জিরো পয়েন্ট	পাকা পেপে, সরবত	জারের পানি ফিল্টার করে ব্যবহার করছেন (পিউর ইট)	জারের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে	এ্যাপ্রোন, ক্যাপ, মাস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে	ডাস্টবিন ঢাকনাসহ ব্যবহার করা হচ্ছে	* সকল খাদ্য নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় করছেন * পূর্বের তুলনায় বিক্রয় বেড়েছে।
৩	মোঃ কামাল হোসেন	ওসমানী উদ্যানের সম্মুখভাগ	সিংগারা, ফলের জুস	জারের পানি ফিল্টার করে ব্যবহার করছেন (পিউর ইট)	জারের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে	এ্যাপ্রোন, ক্যাপ, মাস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে	ডাস্টবিন ঢাকনাসহ ব্যবহার করা হচ্ছে	* সকল খাদ্য নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় করছেন * পূর্বের তুলনায় বিক্রয় বেড়েছে।

অনিমা রানী বিশ্বাস
উপসচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৮, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪১৯/০৮ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮—জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করিয়া ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে বিদ্যমান আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট-এর পদনাম মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং অধিদপ্তর/সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসার হিসাবে পরিবর্তিত হইবে।

২ ইনোভেশন টিমের গঠন:

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ পর্যায়	চিফ ইনোভেশন অফিসার	- অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
	সদস্য	- মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন (ন্যূনতম ০১ জন করিয়া কর্মকর্তা আইসিটি ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ অধিশাখা/শাখা হইতে মনোনীত হইবেন)।
		মন্ত্রণালয়/বিভাগে বর্তমানে বিদ্যমান ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম (Work Improvement Team/ WIT) ইনোভেশন টিম হিসাবে রূপান্তরিত হইবে এবং WIT-প্রধান চিফ ইনোভেশন অফিসার হিসাবে মনোনীত হইবেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৫। **চিফ ইনোভেশন/ইনোভেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

(১) স্ব স্ব কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের নেতৃত্ব প্রদান;

(২) পরিবর্তনের রূপকার হিসাবে স্বীয় কার্যালয়ে সেবা প্রদান ও অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল চর্চার সংস্কৃতি ও ক্ষেত্র গড়িয়া তোলা, আইসিটি ও সকল উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কাজকর্মে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টিম-সদস্যগণের কর্মস্পৃহার বিকাশসাধন এবং উদ্ভাবনী মেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ;

(৩) নাগরিকসেবা সহজীকরণ (service process simplification)-এর জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং সিটিজেন চার্টারের যথাযথ বাস্তবায়ন;

(৪) স্বীয় কার্যালয়ের সম্ভাব্য সকল সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তরে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন এবং ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও চিঠিপত্র, ডকুমেন্ট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;

(৫) স্ব স্ব কার্যালয়ের যাবতীয় তথ্যাবলির সন্নিবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল তৈরি ও হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কার্যালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় বর্ণিত ICT Action Plan-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(৭) স্ব স্ব কার্যালয়ের আইসিটি কার্যক্রমের বাজেট তৈরি, প্রকল্প গ্রহণ, অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন;

(৮) তথ্য অধিকার আইন অনুসারে স্ব স্ব কার্যালয়ের নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত সমন্বয়সাধন; এবং

(৯) জাতীয় ই-জিফ (eGIF: e-Governance Interoperability Framework)-এর আওতায় আইসিটি কার্যক্রমকে আদর্শমানে আনয়ন (standardization) ও ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ।

৬। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রজ্ঞাপনের আলোকে ইনোভেশন টিম গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করিবেন এবং টিমকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৭। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০ ০০০০.০৪৪.৩২.০০৬.১৭.৪১৫ (ক) তারিখঃ ০২ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রি.

অফিস আদেশ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলোঃ

১। জনাব সালমা মমতাজ, যুগ্মসচিব	চীফ ইনোভেশন অফিসার
২। জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপসচিব	সদস্য
৩। জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, [illegible] সিনি. সহ. সচিব	সদস্য
৪। জনাব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
৫। জনাব মোহাম্মদ আবু কাউছার, সিনিয়র সহকারী প্রধান	সদস্য
৬। জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, প্রোগ্রামার	সদস্য
৭। জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
৮। জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) স্ব স্ব কার্যালয়ে সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ পক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;
(২) এই সংক্রান্ত কার্যক্রম বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বৎসরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(৩) প্রতিমাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;
(৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং
(৫) প্রতি বৎসর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গবাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, উহা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ।

(মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☏ ৯৫৪০১৫৬
Email: sasep@mofood.gov.bd

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (দৃঃ আঃ উপসচিব, কম্পিউটার সেল)
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৩। চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৬। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব সালমা মমতাজ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৮। জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৯। জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। জনাব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ, সিনিয়র সহকারী সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১১। জনাব মোহাম্মদ আবু কাউছার, সিনিয়র সহকারী প্রধান, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১২। জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, গবেষণা কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

C:\Users\Meherunnesa\Desktop\Innovation\innovation letter 2017.docx